শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপসূত্রম্

শ্রীভগবত্তত্ত্বকৌমুদী

শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম, পরিক্রমামার্গ, রাধাকুণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপসূত্রম্

শ্রীস্বরূপসূত্রম্
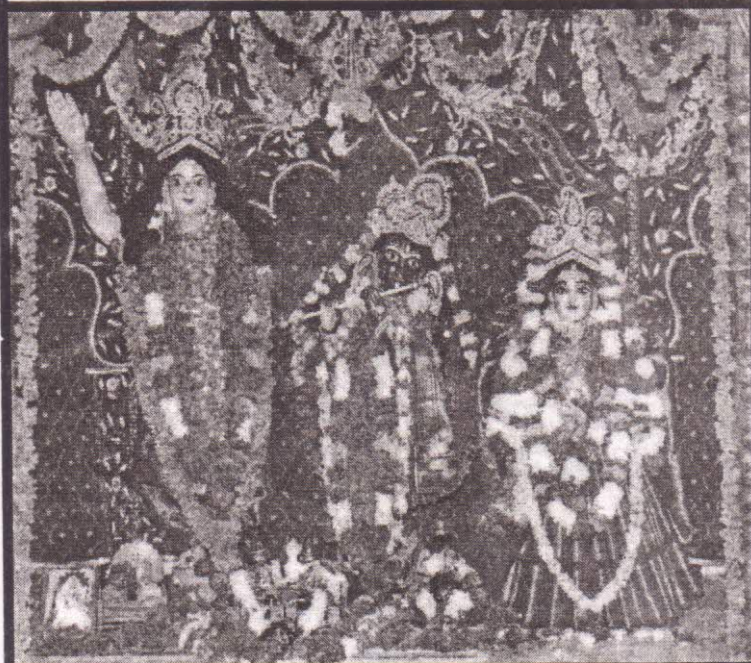
শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম, পরিক্রমামার্গ, রাধাকুণ্ড

শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশনীতিথি-
শ্রীশ্রীঝূলনপূর্ণিমা-২০১১

---ঃ প্রাপ্তিস্থানম্ ঃ---

১। শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম
পরিক্রমামার্গ, রাধাকুণ্ড
মথুরা, উত্তরপ্রদেশ
ফোন--০৯৪১২৫৭৬৭৩৫
০৯৪১১০৬৫০৭৬

২। শ্রীভক্তিকুসুম গৌড়ীয় মঠ
(শ্রীধরবিদ্যানিকেতন)
বৃন্দাবন ,মথুরা উত্তরপ্রদেশ
ফোন--০৯৮৯৭৪৩৮০৮৪

৩। শ্রীগোপালকুঞ্জ
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড,আনোর
গোবর্দ্ধন,মথুরা,উত্তরপ্রদেশ

---ঃ○ঃ---

মথুরা মসানি পঞ্চবটীস্থিত নবজ্যোতি মুদ্রাযন্ত্রতঃ মুদ্রিতঃ

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সমর্পণম্।

জীয়াদ্মদীষ্টঃ প্রভুপাদপ্রেষ্ঠঃ
চৈতন্যকৃষ্ণপ্রিয়তাপ্রথিষ্ঠঃ।
আচার্য্যবর্য্যঃ পরমার্থপার্থো
রূপানুগাধস্তনকীর্ত্তিকন্দঃ।।
গৌড়ীয়বন্ধুঃ করুণৈকসিন্ধু
র্মঠাদিশিল্পীবরদস্বরূপঃ।
সদ্ধর্ম্মধামামলচিত্তবিত্তো
বরেণ্যশ্রীভক্তিবিলাসতীর্থঃ।।
করাম্বুজে তস্য বরাভয়াকরে
স্বরূপসূত্রং খলু তত্ত্বকৌমুদী।
প্রামাণ্যসিদ্ধান্তপরানুভাবিতৌ
সমর্পয়াম্যস্য বিনোদনায় হি।।

ইতি

তচ্ছ্রীচরণাশ্রিতস্য ভক্তিসর্ববস্ব গোবিন্দস্য

মুখবন্ধ

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর কৃপায় শ্রীস্বরূপসূত্রম্ এবং শ্রীভগবত্তত্ত্ব কৌমুদী প্রকাশিত হইলেন। নন্দগ্রামে পাবন সরোবর তীরে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের ভজনকুটীরে অবস্থান কালে তাঁহার অপার করুণায় স্বরূপসূত্রম্ এবং ভগবত্তত্ত্বকৌমুদী রচিত হন। স্বরূপসূত্রের সিদ্ধান্ত সমূহ রৌপশাস্ত্র হইতে এবং ভগবত্তত্ত্বকৌমুদীর সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থ হইতে ভৃঙ্গবৎ সংগৃহীত। আত্ম পর আবৃত্তিক্রমে আস্বাদনার্থই গ্রন্থদ্বয় বিরচিত হইয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃতজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞান পরমার্থপ্রদ ও চিত্তপ্রসাদক নহে। কারণ অন্যজ্ঞানে থাকে বঞ্চনা ও প্রতারণা। পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানে থাকে সার্থকতা ও বাস্তব অনুভব সহ আস্বাদন। তত্ত্বজ্ঞান হইতেই সাধনে ও আস্বাদনে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ আদৌ তত্ত্বশাস্ত্র পশ্চাৎ রসশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তত্ত্ব হইতে রস লীলা পৃথক্ নহে যেরূপ সঙ্গীত হইতে নৃত্য পৃথক্ নহে। বীজ হইতে বৃক্ষ প্রকাশের ন্যায় তত্ত্ব হইতেই রসময়ী লীলার অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তত্ত্বই রসের আধার। দুগ্ধ ও নবনীতবৎ তত্ত্ব ও রসলীলার বিচার পরিদৃষ্ট হয়। তত্ত্ব বিনা রসময়ী লীলা প্রকাশিতই হইতে পারে না। যেরূপ মূল বিনা বৃক্ষের পত্রাদির বিলাস সিদ্ধ হয় না। যেরূপ মৃত্তিকা বিনা ঘটাদির প্রকাশ হয় না। যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অঙ্গীতেই বিরাজ করে ও তাহা হইতেই তাহাদের প্রকাশ তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইতেই রসলীলাদির প্রকাশ ও বিলাস সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হয়। যেরূপ গোবিন্দ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গোচারণ লীলার অভিজ্ঞান লভ্য হয় তদ্রূপ প্রয়োজন তত্ত্বে রস ও লীলার সূচনা হইয়া থাকে। তজ্জন্য মহাজন গণ বলেন, তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতেরই রসলীলায় অধিকার হইয়া থাকে, অন্যের নহে। অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুশাসনে তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বানুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। স্বরূপসূত্রে ও ভগবত্তত্ত্বকৌমুদীতে সেই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

আশা করি সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ এই রচনায় ইষ্টস্মৃতি লাভে স্বরূপানন্দ উপহার প্রাপ্ত হইবেন। গুণদর্শী বৈষ্ণবগণের প্রসন্নতা কামনা করিয়াই বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম।

বৈষ্ণবদাসানুদাস- ভক্তি সর্ব্বস্ব গোবিন্দ

রূপানুগসেবাশ্রম, রাধাকুণ্ড, মথুরা, উঃপ্রঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপসূত্রম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধায়ৈ গিরিধারিণে।
ব্রজায় ব্রজবল্লভভক্তেভ্যশ্চ নমোনমঃ।।

১। অথাতঃ স্বরূপজিজ্ঞাসা

অনন্তর স্বরূপজিজ্ঞাসা।

নমস্কৃত্য স্বরূপঞ্চ রূপপদাম্বুজং মুদা।
লিখাম্যত্র যথাশাস্ত্রং সূত্রভাষ্যং শ্রুতীপ্সিতম্।।

বৈদিক রীতি অনুসারে ওঁকার উচ্চারণই মঙ্গল বাচক। ওঁকার উচ্চারণই মঙ্গলাচরণ স্বরূপ। সেই মঙ্গলাচরণান্তে অথ--অনন্তর, পুঞ্জীভুত সুকৃতিবলে শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের পর , অতঃ- এইহেতু, স্বরূপ জিজ্ঞাসা বিনা ভজনসিদ্ধি অসম্ভব হেতু, স্বরূপজিজ্ঞাসা--স্বরূপবিষয়ে জানিবার ইচ্ছা। সাধনে প্রবৃত্তমান সাধন রহস্য সহ তৎপদ্ধতির অবগতির আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। যথা ফরমুলা না জানিলে অঙ্ক করা কখনই সম্ভব নহে তথা পদ্ধতি না জানা থাকিলে পথে গমন কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। সাধ্য বিবেক, সাধন বিবেক তথা আরাধ্য বিবেক অবগতির জন্য তদভিজ্ঞজনে জিজ্ঞাসা স্বাভাবিকী। জিজ্ঞাসা অনেক কারণেই প্রপঞ্চিত হয়। যথা জ্ঞানার্থে, বিশেষজ্ঞানার্থে, রহস্যবোধার্থে, সংশয়াদি নিরাকরণার্থে, জ্ঞাতবিষয়ের দৃঢ়তা প্রতিপাদনার্থে,পরীক্ষার্থে, স্মরণার্থে এবং রসাস্বাদনার্থে জ্রিজ্ঞাসার অবতারণা দেখা যায়। যিনি সাধুসঙ্গক্রমে দেহ দৈহিক স্ত্রী পুত্রাদির অনিত্যত্ব, ভূরিদুঃখপ্রদত্ব, পরিণাম শূন্যত্বাদি উপলব্ধি হেতু সংসারভোগে বিরক্ত এবং আত্মকল্যান সম্পাদনে সমুৎসুক তিনিই স্বরূপ জিজ্ঞাসার প্রকৃত অধিকারী।

সাধক জীবনারম্ভে প্রথমতঃ অথাত্ব উপলব্ধির বিষয়, তৎপর অতত্বের অনুভূতির আবশ্যকতা। এই দুই হেতু হইতেই স্বরূপজিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয়।

বিরূপ বঞ্চনাময় দুঃখের কারণ।
শ্রমসার তাতে নাহি লভ্য প্রয়োজন।।
দাসে কর্ত্তৃত্বাভিমান অজ্ঞান নিদান।
বিরূপের কার্য্য তাহা নহে প্রয়োজন।।
সাধুসঙ্গে এই জ্ঞান লভি বুদ্ধিমান।
স্বরূপজিজ্ঞাসা লাগি হয় সাবধান।।

--ঃ০ঃ--

২। নিত্যসিদ্ধনৈজভাবো হি স্বরূপম্।

নিত্যসিদ্ধ নিজভাবকে স্বরূপ বলে। আত্মার যে স্বতঃসিদ্ধভাব তাহাই স্বরূপ বাচ্য। অতএব আত্মধর্ম্মকে স্বরূপ বলা যায়। কারণ স্বরূপধর্ম্মই স্বতঃসিদ্ধ তদ্ব্যতীত সকলই অস্বতঃসিদ্ধ। ধর্ম্মকর্ম্মাদি বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধতা স্বরূপের পরিচায়ক। নৈমিত্তিক, তাৎকালিক বা সাময়িক কোন ভাবকে স্বরূপ বলা যায় না। কারণ তাহাতে নিত্যসিদ্ধত্বের অভাব বিদ্যমান। অপিচ স্বতঃসিদ্ধ হইলেও অনিত্যভাবকে স্বরূপ বলা যায় না। কারণ অনিত্যহেতু সিদ্ধভাব কিত্রিম তাহাতে যথার্থতার অভাব। তজ্জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন, অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপং ভাব উচ্যতে। অজন্য অর্থাৎ কিত্রিম উপায়ে অনুৎপাদ্য এবং স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ নিজ বিবেক সিদ্ধ পরন্তু অন্যের উপদেশাদি সিদ্ধ নহে, তাদৃশভাবকেই স্বরূপ বলে। অন্যের উপদেশক্রমে অবগতি হইলেও তাহা আত্মগত ভাবে সহজ না হইলে স্বরূপে গণ্য হয় না। যথা জলের তারল্য স্বরূপভূত যেহেতু তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য কিন্তু কাঠিন্যই অস্বরূপভূত যেহেতু তাহা অস্বতঃসিদ্ধ ও অনিত্য অর্থাৎ নৈমিত্তিক। জীবের কৃষ্ণদাসত্বই নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া স্বরূপভূত পরন্তু মায়াদির দাস্য অনিত্য ও অস্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম বিচারে বিরূপভূত। যথা ক্ষুধা নিজসিদ্ধ তাহা কখনই অন্যসিদ্ধ নয় অর্থাৎ একের উদরের ক্ষুধা কখনই অন্যের উদরে সঞ্চারিত হয় না বা হইতে পারে না তদ্রূপ অন্যের

উপদেশক্রমে অপরের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ যাহা উপদেশসিদ্ধ তাহা স্বরূপ নহে আর যাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে তাহা স্বরূপও নহে।

নিত্য নৈজ সিদ্ধভাব স্বরূপে গণয়।
কিত্রিম মায়িক ভাব স্বরূপ না হয়।
স্বতঃসিদ্ধতা রহিত, উপদেশসিদ্ধ।
স্বরূপ না হয় কভু বলে তত্ত্ববৃদ্ধ।
উপদেশ সিদ্ধভাবে কিত্রিমতা বিদ্ধ।
কিত্রিম স্বভাবে বিরূপতা সুসমৃদ্ধ।।
স্বতঃসিদ্ধ হইলেও যাহা ত অনিত্য।
স্বরূপ নহে তু তাহা জানে ধর্ম্মভৃত্য।।
ঔপাধিক, আগন্তুক, নৈমিত্তিক কৃত্য।
সাময়িক, তাৎকালিক মায়িক অনিত্য।
এসব স্বতঃসিদ্ধতা বর্জ্জিত, কিত্রিম।
ইহাকে স্বরূপ নাহি বলে বিজ্ঞতম।।
স্বরূপ বিজ্ঞানভূত জ্ঞানসিদ্ধ নয়।
জ্ঞানসিদ্ধ যাহা তাহা স্বরূপ না হয়।।
ক্ষুধা নিজসিদ্ধ, তাহা অন্যসিদ্ধ নয়।
খাদ্যপ্রাপ্তি অন্যসিদ্ধ জানে মহাশয়।।

--ঃ○ঃ--

৩। তত্তু সচ্চিদানন্দময়মভ্যাসাৎ।

সেই স্বরূপ সর্ব্বদায়ই সচ্চিদানন্দময় ইহা শাস্ত্রের অভ্যস্ত বিষয় অর্থাৎ শাস্ত্রে বারম্বার ইহা ঘোষিত হয়। সত্ত্বা বিচারে সৎ-সন্ধিনীশক্ত্যাংশ, চিৎ--সম্বিদংশ এবং আনন্দ-- হ্লাদিনী শক্ত্যাংশভূত। সর্ব্বাংশে চিদ্ধর্ম্মের প্রাচুর্য্যার্থে ঈশাভিন্নতাহেতু স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়ই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার আনবিক ক্ষুদ্রতম অংশই জীব।তজ্জন্য জীবও অনুসচ্চিদানন্দময় স্বরূপবান। জীবঃ

সুক্ষ্মস্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।। মধুর পদার্থের অংশও অনুমধুর ন্যায়ে বিভু সচ্চিদানন্দের অংশও অনুসচ্চিদানন্দময় ইহা ন্যায়সিদ্ধ ব্যাপার।

--ঃ০ঃ--

৪। দাসভুতং হরের্নান্যদ্যতস্তদীয়ম্।

সেই স্বরূপের সম্বন্ধ কি ? তদুত্তরে --সেই স্বরূপ হরির সহিত দাসভাবযুক্ত। তাহা অন্যের সম্বন্ধভূত নহে। যেহেতু তাহা তদীয়। তস্যেদং তদীয়ং, তস্যাংশভূতং তদীয়ম্। তাঁহার (ভগবানের) এই বিচারেই তদীয়ত্ব প্রসিদ্ধ। তজ্জন্য পদ্মপুরাণে বলেন, দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। জীব হরিরই দাস কখনই অন্যের দাস নহে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, জগতে অনেকে শিবাদি দেবতার দাসত্ব করেন এবং শাস্ত্রে কাম্য লাভের জন্য সেই সেই দেবতার সেবা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্। ইদ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতিমিত্যাদি। তদুত্তরে বক্তব্য এই- পূর্ব্বোক্ত দেবাদির উপাসনা স্বরূপের ধর্ম্ম নহে তাহা জীবের অজ্ঞানতম ধর্ম্ম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কামাদি দস্যুদের দ্বারা যাহাদের স্বরূপজ্ঞান হৃত হইয়াছে তাহারাই অন্যদেবতার শরণাপন্ন হয় ও দাসত্ব করে। **কামৈস্তৈস্তু হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেন্যদেবতা।**

হরি সর্ব্বকাম্যপ্রদ, হরি সর্ব্বেশ্বর।
সর্ব্বশক্তিমান,সর্ব্ব সামর্থ্যপ্রবর।।
শরণাগতপালক, বাঞ্ছাকল্পতরু।
প্রেমানন্দদাতা, সুখসিন্ধু , জগদ্গুরু।।
যাঁহার পূজনে হয় সকলে পূজিত।
যাঁহার তর্পণে হয় সকল তর্পিত।
যাঁর লাভে সর্ব্বধর্ম্মকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।
সেই হরি সকলের সেব্য সুনিশ্চয়।।
অতএব কাম্য লাগি অন্যদেবার্চ্চনে।

কোন প্রয়োজন নাই জান ভালমনে।।
হরি নিত্যসিদ্ধসেব্য, তাঁহার সেবন।
স্বরূপের ধর্ম্ম তাহা বলে বিজ্ঞজন।।
স্বরূপ বিধানে জীব হয় হরিদাস।
কোন মতে কোন কালে নহে অন্যদাস।।
অন্যের দাসত্ব তার বিরূপের কার্য্য।
বিরূপের কার্য্যে নহে স্বার্থ অবধার্য্য।।
হরির দাসত্ব ছাড়ি করে অন্য আশ।
প্রতিপদে লভে জীব আত্মসর্ব্বনাশ।।
হরিদাস্য ছাড়ি করে অন্য অভিলাষ।
সেই অপরাধে হয় মায়া কারাবাস।।
পতিসেবা সাধ্বী ধর্ম্ম তাতে স্বর্গবাস।
অপতি সেবায় ভাই স্বধর্ম্মবিনাশ।।
ইহা সর্ব্বশাস্ত্র মহাজন উপদেশ।
ইহার পালনে যায় যোনি দুঃখক্লেশ।।

--ঃ০ঃ--

৫। পরস্মৈ চাত্মদাতৃত্বাদ্দাসঃ।

জীবের দাস্য সংজ্ঞা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? তদুত্তরে বলেন, পরমেশ্বরে নিজ নিত্যসিদ্ধ আরাধ্য ভগবানে সেবার্থে আত্মনিয়োগহেতুই দাস সংজ্ঞা। দাসৃ দানে। দাসৃ অল্--দাসঃ। দাসৃ ধাতু হইতেই দাস শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সেব্যসুখ তাৎপর্য্যে সেবা দানকারীই দাস সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। দাস আরাধ্যসেবায় সমর্পিতাত্মা। তজ্জন্য তদ্দাস্যমেব স্বরূপং তাঁহার দাস্যই স্বরূপভূত।সেবা দান হেতু জীবে দাস অভিধান।

সেব্যসুখ তাৎপর্য্যে সেবার বিধান।।
হরি সেব্য, তাঁর সেবায় দাস্য প্রসিদ্ধ।
হরি সেবা বিনা দাস সংজ্ঞা নহে সিদ্ধ।।
হরি মাত্র সেব্য আর সব তাঁর দাস।

হরি সেবা বিনা নাই দাস্যের প্রকাশ।।
দাস সেব্য নহে তাই দেব সেব্য নহে।
সর্ব্বশাস্ত্র মহাজন এই তত্ত্ব কহে।।

--ঃ০ঃ--

৬। তন্ন বিকারী ভূতবৎ।

পরিদৃশ্যামান জগতের সকলই বিকৃত ধর্ম্মময়। স্বরূপ কি তদ্রূপ? তদুত্তরে-না। তাহা পঞ্চভূতের ন্যায় বিকার ধর্ম্মযুক্ত নহে। যেহেতু স্বরূপ অবস্থান্তর রহিত বলিয়া নিত্য অমৃতময়। স্বরূপ সর্ব্বতোভাবেই ত্রুটি বিচ্যুতি ব্যয়, বিকৃতি রহিত। মাটির ইট পাথরে পরিণতির ন্যায় স্বরূপ কোন কালেই কোন কারণ বশতঃ নিজ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে না।

সার কথা-- পঞ্চভূত যেমন বিকারী অর্থাৎ মায়ার বিকার মহত্তত্ত্ব, তাহার বিকার অহ্কার, তদ্বিকার আকাশ, তদ্বিকার বায়ু, তদ্বিকার অগ্নি, তদ্বিকার জল এবং তদ্বিকার পৃথিবী। ইহারা সকলেই মায়ার বিকৃত রূপ মাত্র পরন্তু স্বরূপ তাদৃশ বিকার ধর্ম্মশীল নহে। শাঙ্করপন্থীগণ বলেন, ব্রহ্মই মায়াবশে বিকৃত হইয়া জীবজগৎ রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক মত মাত্র বস্তুতঃ মায়াশক্তিরই পরিণাম এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। ইহা বহু বিকারময় মাত্র। বিকার বহুল বস্তুকে কখনও স্বরূপ বলা হয় না বা যায় না।

--ঃ০ঃ--

৭। তৎপ্রকাশশ্চ বেদাৎ।

সেই স্বরূপ অচিন্ত্য শক্তিক্রমে অভেদ হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যভেদ হেতু ভগবানের প্রকাশ অর্থাৎ কিরণ প্রকাশ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। মহাপ্রভু বলেন,

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।
সূর্যাংশ কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।

অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অভেদত্ব ও ভেদত্ব বিদ্যমান। তদ্রূপ ভগবান ও তদংশভূত জীবে স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলেও পরিমাণতঃ কার্য্যতঃ ভেদ আছে। সেই ভেদধর্ম্মেই সেব্যসেবক সম্বন্ধ বিদ্যমান।

--ঃ○ঃ--

৮। একরূপং নানারূপঞ্চ

স্নেই স্বরূপ একরূপ হইয়াও বিলাস বাহুল্য বশতঃ নানা রূপবান্। যথা বৃহদ্ভাগবতামৃতে--যথা হি ভগবানেকঃ শ্রীকৃষ্ণো বহুমূর্ত্তিভিঃ। বহুস্থানেষু বর্ত্ততে তথা তৎসেবকা বয়ম্।। যথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বিলাসে বহু স্থানে বহু মূর্ত্তিতে বিরাজমান তথা তাঁহার বিলাস পরিকরত্বে আমরাও বহু মূর্ত্তিমান। যথা মহিষীদের বিবাহ কালে ভগবানের ন্যায় বসুদেবাদিও ১৬১০৮ সংখ্যায় তাঁহার বিবাহ মহোৎসবে যোগদান করেন।

--ঃ○ঃ--

৯। নানাত্বং লীলয়া যথা পার্ষদানাম্।

সেই স্বরূপের যে নানাত্ব বা বহুত্ব তাহা বিলাস তত্ত্ববিচারেই সিদ্ধ। যথা বৃঃ ভাগবতামৃতে-সর্ব্বেঽপি নিত্যং কিল তস্য পার্ষদাঃ সেবাপরাঃ ক্রীড়নকানুরূপাঃ। প্রত্যেকমেতে বহুরূপবন্তোঽপ্যেকং ভজামো ভগবান্ যথাসৌ।। সেই ভগবানের পার্ষদগণ সকলেই নিত্য সেবাপরা তথা খেলার সামগ্রী তুল্য। ইহারা প্রত্যেকে বহু রূপবান্ হইয়াও এক ভগবানকেই ভজন করেন। যথা গৌরপার্ষদ স্বরূপ রূপ সনাতনাদি যুগপৎ গৌরকৃষ্ণ লীলায় সেবা পরায়ণ।

--ঃ○ঃ--

১০। রসভূতস্তদংশত্বাৎ স্বর্ণাংশবৎ।

সেই স্বরূপ রসভৃত রসময় কারণ তাহা রসময় হরির অংশভূত। স্বর্ণাংশ স্বর্ণই, জলাংশ জলই অন্য কিছুই নহে। শর্করাপিণ্ড মিষ্টপদার্থ তাহার কণাতেও মিষ্টত্ব বিদ্যমান। তদ্রূপ রসময় কৃষ্ণের অংশভূত জীবেও রসময়ত্ব প্রসিদ্ধ। স্বরূপের রসময়ত্ব সিদ্ধ না

হইলে স্বরূপ প্রাণহীন হইয়া পড়ে, প্রাণহীন দেহের সৌন্দর্য্য বিগীত হয়।

--ঃ○ঃ--

১১। পরমাস্বাদ্যরূপত্বেন চিত্তচমৎকারকৃদ্রসঃ।

রস কি ? তদুত্তরে-পরম আস্বাদ্য স্বরূপে চিত্তের প্রভূত চমৎকার সম্পাদকই রস বাচ্য। শ্রীরূপপাদ বলেন, ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম্য যশ্চমৎকারভাবভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।। প্রাকৃত ভাবনার পথ অতিক্রম করতঃ শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে যাহা অতিশয় চমৎকারভার ভূমি স্বরূপে আস্বাদিত হয় তাহাকে রস বলে। আনন্দময়ের আনন্দসংজ্ঞার ন্যায় স্বরূপেও রস সংজ্ঞা যথার্থক। অচিন্ত্যশক্তি বিক্রমে সেব্য সেবক ও সেবার রস সংজ্ঞা অর্থাৎ সেব্য রসময়, সেবকও রসময় তথা সেবাও রসময়ী। মধুরের সকলই মধুর।

--ঃ○ঃ--

১২। অত্র প্রাকৃতো ব্যাবৃত্তোঽসত্ত্বাৎ

সেখানে প্রাকৃত রস নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেন? কারণ প্রাকৃত রস সত্য ও নিত্য নহে। ছায়াবৎ অসতের নিত্য সত্ত্বার বাস্তবতা নাই। অতএব কাল্পনিক রস কখনই সত্য ধর্ম্ম জগতে স্বীকৃত হয় নাই।

--ঃ○ঃ--

১৩। রসোঽত্র দ্বিষড়্বিধো দর্শনাৎ

এখানে রস বার প্রকার। তাহা দর্শন শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। যথা- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর হাস্য, বীর, বিভৎর্স, করুণ, ভয়ানক, রুদ্র ও অদ্ভূত ইহা শ্রীরৌপশাস্ত্রের অনুশাসন।

--ঃ○ঃ--

১৪। পঞ্চমূখ্যঃ সপ্তো গৌণাশ্চ।

রসগুলির মধ্যে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রস মূখ্য এবং হাস্য, বীর, বিভৎর্স, করুণ, ভয়ানক, রুদ্র ও অদ্ভূত এই সপ্ত রস গৌণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

--ঃ০ঃ--

১৫। গৌণা মূখ্যপোষকান্তদ্যাভিচারীতি কেচিৎ।

সেই গৌণ রসসমূহ মুখ্যরসের পরিপোষক সূত্রে ব্যাভিচারী রূপে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যথা ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ- **অমী পঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসা মতাঃ। এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়ো বিভ্রতি ব্যাভিচারিতাম্।** শান্তাদি পঞ্চ হরিভক্তি রস বলিয়া বিজ্ঞাত। এই পঞ্চরসে হাস্যাদি সপ্ত প্রায়ই ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। স্থায়ীরতির অভিমুখে তাহার পোষক সূত্রে যে ভাব বিরাজ করে তাহাই ব্যভিচারী নামে কথিত হয়। এতে রসস্যাভিমুখে সঞ্চরন্তি ইতি সঞ্চারীতয়া উচ্যতে। মুখ্যরসের অভিমুখে সঞ্চরণ করে বলিয়া ইহাদের অপর নাম সঞ্চারী।

--ঃ০ঃ--

১৬। রসানামুত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠতা পূর্ব্বপূর্ব্বাবরতা চ ভূতবৎ।

সেই রসসমূহ গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বিচারে উত্তর উত্তর অর্থাৎ শান্ত হইতে দাস্য, তাহা হইতে সখ্য, তাহা হইতে বাৎসল্য, তাহা হইতে মধুরে গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে উত্তরে শ্রেষ্ঠতা তথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ ও স্বাদের নূন্যতায় কনিষ্ঠতা বিদ্যমান। এককথায় পর পর রসে শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসে কনিষ্ঠতা বিদ্যামান।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ বৈসে পর পর রসে। চৈঃ চঃ

--ঃ০ঃ--

১৭। পূর্ব্বা উত্তরাণাং সঞ্চারিণো মতাঃ।

রসজ্ঞদের মতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রস গুলি পর পর রসের সঞ্চারী

রূপে বিলাসবান। অর্থাৎ শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং বাৎসল্যের গুণ মধুরে সঞ্চারি রূপে সক্রিয়।

--ঃ০ঃ--

১৮। সম্পূর্ণন্তু মধুরে মধ্বিব।

মধুররসে কিন্তু মধুর ন্যায় সম্পূর্ণতা বিদ্যমান। এই মধুরে কোন রসেরই নূন্যতা নাই উপরন্তু পূর্ব্ব রসগুলি পরিপূর্ণতার সহিত মধুরে বিলাস বাহুল্য বিস্তার করে।

--ঃ০ঃ--

১৯। মধুসাম্যান্মধুরম্।

সেই মধুর রস মধু সাম্যে অর্থাৎ মধুবৎ সর্ব্বরসের সমাহার হেতু মধুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত।

--ঃ০ঃ--

২০। রসোজ্জ্বলাদুজ্জ্বলেতি কেচিৎ

কেহ কেহ রসের পরম উজ্জ্বলতা নিবন্ধন মধুর রসকে উজ্জ্বল নামে অভিহিত করেন।

--ঃ০ঃ--

২১। শৃঙ্গাররসময়ত্বাচ্ছৃঙ্গার ইত্যপরে।

অপর কেহ শৃঙ্গার বিলাসের সাদ্‌গুণ্য ও সাকল্য হেতু মধুর রসকে শৃঙ্গার আখ্যা দেন।

--ঃ০ঃ--

২২। কান্ত ইতীতরে।

অন্য কেহ মৈথুন ইচ্ছার বাহুল্য বিচারেই মধুর রসকে কান্ত বলিয়া থাকেন। কম্ ধাতু থেকে কান্ত শব্দ নিষ্পন্ন।
কম্ স্পৃহায়ং। অতএব দাম্পত্যবিলাস স্পৃহা মূলক বলিয়া মধুর রসের কান্ত সংজ্ঞা।

--ঃ০ঃ--

২৩। তদেব যুক্তং সমন্বয়াদ্গুণীবৎ।

বহু গুণী ব্যক্তির ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহের সমন্বয় হেতু মধুরের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উপযুক্ত হইয়াছে। যথা এক কৃষ্ণের গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ দামোদর হৃষীকেশাদি বহু নাম বহু লীলাভেদ হেতুই হইয়াছে।

--ঃ○ঃ--

২৪। বিলাসবাহুল্যং মধুরে তদবরেভ্যঃ।

তদিতর রস অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরস হইতেও মধুররসে বিলাসের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। মধুর রসের বিলাস বিচারে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ,অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে উত্তর উত্তর বিলাস বৈচিত্রী চিত্রকলার সমৃদ্ধি তরঙ্গের ন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত।

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ

--ঃ○ঃ--

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

১। তত্তু সুপ্তং বদ্ধে।

সেই স্বরূপ বদ্ধজীবে সুপ্তভাবে অবস্থিত। রহস্য এই- কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা নিবন্ধন মায়াবদ্ধ জীবের স্বরূপের কার্য্যকারিতা স্থগিত। যাহা পরিদৃষ্ট হয় তাহা নূন্যাধিক বিরূপের কার্য্য। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির দৈহিক কার্য্যক্রম স্থগিত থাকে। অথবা অন্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট জনে স্বাভীষ্ট বিষয়ের অনধ্যায়ন উপস্থিত হয়। বিবেক-কৃষ্ণদাস স্বরূপবান হইলেও বদ্ধজীব নিদ্রিতের ন্যায় প্রকৃত তত্ত্বে উদাসীন থাকে।

--ঃ○ঃ--

২। ধূমায়িতং শ্রদ্ধায়াম্।

সেই স্বরূপ শ্রদ্ধায় ধূমাকারে প্রকাশিত। যথা ধূম দর্শনে অগ্নি অনুমিত হয় কিন্তু বহির্দ্দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ ভগবদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধা

দর্শনে স্বরূপের ধর্ম্ম সামান্যাকারে অনুমিত হয় মাত্র।কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে দৃষ্ট হয় না।

--ঃ○ঃ--

৩। জ্বলিতং নিষ্ঠায়াম্।

স্বরূপ অনর্থনিবৃত্ত নিষ্ঠায় জ্বলিত অগ্নিবৎ পরিলক্ষিত হয়। ধূম মুক্ত হইলেই যথা অগ্নি আত্মপ্রকাশিত হয় তদ্রূপ অনর্থ বিগলিত হইলেই নিষ্ঠা যোগে স্বরূপ জ্বলিত রূপে শোভা ও প্রভা বিস্তার করে।

--ঃ○ঃ--

৪। দীপ্তং রুচৌ শরদর্কবৎ।

শারদীয় নির্ম্মল আকাশস্থিত সূর্যবৎ স্বরূপ রুচিতে দীপ্ত ভাবে বর্ত্তমান।

--ঃ○ঃ--

৫। উদ্দীপ্তন্তু ভাবে।

স্বরূপ কিন্তু ভাবদশায় উদ্দীপ্ত রূপেই প্রকাশমান অর্থাৎ ভাবদশায় বিশেষ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়।

--ঃ○ঃ--

৬। সূদ্দীপ্তন্তু প্রেম্নি মধ্যাহ্নার্কবৎ।

সেই স্বরূপ প্রেমাবস্থায় মধ্যাহ্ন কালীয় সূর্যের ন্যায় সুষ্ঠু উদ্দীপ্ত হইয়া বিলাসবান। যথা মধ্যাহ্নসূর্য সম্পুর্ণরূপে প্রকাশবান্ তথা স্বরূপ প্রেমে সম্পূর্ণরূপে উদিয়মান।

--ঃ○ঃ--

৭। ভগবদ্ধর্ম্মে নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা।

ভগবদ্ধর্ম্ম বিধানে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই শ্রদ্ধা বলা হয়। লৌকিক বা কৌলিক অথবা ব্যাবহারিক শ্রদ্ধাকে তত্ত্বশাস্ত্রে প্রকৃত শ্রদ্ধা বলা হয় নাই কারণ তাহা অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যাভিচার ভাবযুক্ত ও দুষ্ট। ব্যাভিচারী শ্রদ্ধাতে প্রকৃত শ্রদ্ধার উপাদান নাই। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে

মহাপ্রভুর বাক্য--

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়।।

--ঃ০ঃ--

৮। চিত্তনৈশ্চল্যমাত্মনীতি নিষ্ঠা ধ্রুববৎ।

পরমেশ্বরে চিত্তের ধ্রুবতারাবৎ নিশ্চলভাবের নামই নিষ্ঠা। ধ্রুবতারা যেরূপ নিশ্চল তদ্রূপ ঈশ্বরে নিশ্চল চিত্তবৃত্তিই নিষ্ঠা নামে প্রখ্যাত।

--ঃ০ঃ--

৯। রুচিরিষ্টভজনেঽসকৃৎ প্রবৃত্তির্বুদ্ধিপূর্ব্বিকা।

ইষ্টভজনে পুনঃপুনঃ প্রবৃত্তিই রুচি লক্ষণ। তাহাতে বিরক্তি ও বিরতির ভাব থাকে না। রুচি বুদ্ধি পূর্ব্বিকা অভিলাষময়ী। তাহাতে উত্তমে অনুবন্ধীমতি পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধি নির্ধারিত উত্তমেই চিত্তাদির অনুপ্রবৃত্তি যাহা বিরতিশূন্য তাহাই রুচির সক্রিয় বিলাস বাহুল্য।

--ঃ০ঃ--

১০। আসক্তিরিষ্টে সুদুস্ত্যজ্যমনোবৃত্তিঃ স্ত্রৈণবৎ।

স্ত্রীলম্পটের ন্যায় অভীষ্টদেবে সুদুস্ত্যজ্য অনুরক্তিরূপ মনোবৃত্তির নামই আসক্তি। তাহাতে অন্যত্র লোকলজ্জাদিধর্ম্মে ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ লম্পট যথা স্ত্রীসঙ্গচিন্তাদি ব্যতীত আর কিছুই জানে না, মানে না তদ্রূপ ভগবদাসক্তিধর্ম্মেও অন্যাপেক্ষাদি কিছুই থাকে না। বিবেক--রুচি ভজন বিষয়া এবং আসক্তি ভজনীয় বিষয়া। ভজনে স্বাদুবোধই রুচিলক্ষণ আর ভজনীয় ভগবানে উত্তম আত্মীয়বোধই আসক্তি লক্ষণ।

--ঃ০ঃ--

১১। ভক্তির্ভগবত্যনন্যমমতাকৃতির্গাঙ্গৌঘবৎ।

গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় ভগবানে অনন্যমমতাকৃতিই ভক্তি

নামে প্রসিদ্ধ। শাণ্ডিল্য মুনির মতে ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। **ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে।** অন্যত্র **অনন্যমমতাবিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।।** ভাগবত মহাজন প্রবর ভীষ্ম প্রহ্লাদ উদ্ধব এবং নারদাদিমতে আরাধ্য ভগবানে অনন্যপ্রেমসঙ্গত মমতাই ভক্তি বাচ্য। কোনমতে আরাধ্যানুবৃত্তিই ভক্তি নামে খ্যাত। ভগবান বেদব্যাস ভগবৎপূজায় আসক্তিকে ভক্তি বলেন। **পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ**। শ্রীগর্গাচার্য্য ভগবৎকথায় অনুরাগকে ভক্তি বলেন। **কথাদিষ্বিতি গার্গঃ**। শ্রীনারদমুনি ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তদ্বিরহে পরম ব্যাকুলতাকেই ভক্তি বলেন। **নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।** আত্মপুত্রবোধে মমতাহেতু তৎপ্রতি জননীর যে চিত্তবৃত্তি তদ্বৎ আরাধ্য গোবিন্দে অনন্যমমতা জনিত যে চিত্তবৃত্তি উদিত হয় তাহাই ভক্তি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এককথায় ইষ্টে প্রেমের প্রভাব ও মমতা সাহিত্যই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ এবং ইষ্টেতরে প্রেমের অভাব ও মমতারাহিত্যই ভক্তির তটস্থলক্ষণ।

--ঃ০ঃ--

১২। রতিশ্চিত্তদ্রবকৃতিরিষ্টবিষয়িনী সদা।

স্বস্বভাবে চিত্তদ্রবকারিণী ভাবকেই রতি বলে। তাহা সর্ব্বদা ইষ্ট বিষয়িনী। অন্যত্র ইষ্টবোধের অভাব ও ক্ষোভরাহিত্যই রতির তটস্থ লক্ষণ। অনিষ্টে চিত্তদ্রবত্বে রতি ব্যাভিচারিণী আর ইষ্টবিষয়ক চিত্তক্ষোভ ও দ্রবজননীই রতি বাচ্য। সুতরাং অনিষ্টবিষয়ে চিত্তের ক্ষোভকারিণী রতি বাচ্য নহে। ভক্তি শাস্ত্রে প্রাকৃত রতি স্বীকৃত হয় নাই। কেহ প্রেমের প্রথম অবস্থাকে রতি বা ভাব বলেন। **প্রেম্ণস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।** শ্রীরূপগোস্বামিপাদ মতে **প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্** অর্থাৎ প্রেম সূর্যের কিরণ সাম্য ভাজনই ভাব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। কোন মতে সত্বগুণে শান্তচিত্তের প্রথম ক্ষোভই রতি বাচ্য।

--ঃ০ঃ--

১৩। রাগশ্চিত্তাবেশঃ পরেশে সুসুপ্তিবৎ।

অভীষ্টদেবে (আরাধ্যদেবে) চিত্তাবেশকেই রাগ বলা হয়। তাহা গাঢ়নিদ্রাতুল্য। সুসুপ্তিতে অন্য ধ্যান নিরস্ত। শ্রীরূপপাদ বলেন, ইষ্টে সারসিকী ভাব পরমাবিষ্টতা ভবেৎ অর্থাৎ ইষ্টে সারসিকভাব তৎফলে চিত্তের পরমাবিষ্টতাই রাগ। এককথায় ইষ্টে প্রগাঢ় অভিনিবেশ ভাবই রাগ লক্ষণময়। তৎফলে আত্মাদির অনুসন্ধান রাহিত্যই রাগের তটশস্থ লক্ষণ। প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য এই যে, ইষ্টে ক্ষণিক আবেশ কিন্তু রাগ লক্ষণ নহে। ইষ্টে নিত্য পরমাবেশই রাগলক্ষণময়। **এককথায় ইষ্ট প্রতি অনন্যাবেশে রাগ লক্ষণ বিশুদ্ধ, অনিষ্ট প্রতি চিত্তাবেশে রাগ লক্ষণ বিকৃত তথা সর্ব্বত্র চিত্তাবেশে রাগ লক্ষণ ব্যাভিচারী।**

--ঃ০ঃ--

১৪। স্বার্থবৈরিরনর্থঃ স্যাদ্দুঃখযোনিরভীষ্টহা।

পরমার্থ রূপ স্বার্থের শত্রু অর্থাৎ বিরোধি, অপকারক ও অন্যথাকারকই অনর্থ বাচ্য। তাহা দুঃখের জনক ও অভীষ্টঘাতক। মায়া ও মায়িক সংসারের দাসত্বই অনর্থব্যঞ্জক কারণ তাহা স্বরূপবিরোধক অতএব অপকারক, যশোহারক, যোনিদুঃখদায়ক, স্বরূপানন্দ নিত্যানন্দবিদারক, জন্মান্তরবাদ নায়ক, মোক্ষদ্বারকিলক ও বিড়ম্বনাবিধায়ক পক্ষে কৃষ্ণদাসত্বই স্বার্থক পরমার্থ সংজ্ঞক। কৃষ্ণের দাসত্বই প্রকৃত স্বার্থ বাচ্য। স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুঃ।

--ঃ০ঃ--

১৫। প্রেষ্ঠাত্মনি সান্দ্ররতির্হি প্রীতিঃ।

প্রেষ্ঠাত্মায় প্রগাঢ় রতিকেই প্রীতি বলে। প্রেষ্ঠনিষ্ঠত্বে রতির সান্দ্রত্বই প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ আর প্রেষ্ঠেতরে অনিষ্ঠত্ব তথা সম্পূর্ণ রতিরাহিত্যই প্রীতির তটস্থলক্ষণ। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন, যে গাঢ় ভাব দ্বারা চিত্ত সম্যক্ প্রকারে মসৃণ হয়, যাহা অতিশয় মমতা

দ্বারা সমলঙ্কৃত তাহাই প্রেম। **সম্যক্মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।** প্রেম অনন্যতা ও সান্দ্রতা যুক্ত। অন্য আশ্রয় ত্যাগই অনন্যতা। প্রগাঢ়ত্বই সান্দ্রতা।

--ঃ○ঃ--

১৬। সর্ব্বথানুগতিঃ সঙ্গো মতে পথি চ সদ্ধিয়াম্।

সদ্বুদ্ধিমান ভগবৎপ্রেমিক সাধুদের মতে ও পথে সর্ব্বতোভাবে অনুগতিকেই সঙ্গ বলে। সাধুদের মত ও পথ শ্রেয়স্কর। তাহারা শ্রেয়ঃপথের পথিক। তাহারা কখনও প্রেয়ঃপথে বিচরণ করেন না। সন্তঃ শ্রেয়স্করা নিত্যং শ্রেয়োমার্গানুগামিনঃ।। বেদান্ত বলেন, তত্তু সমন্বয়াৎ অর্থাৎ সেই তত্ত্ববিজ্ঞান কেবলমাত্র সাধুদের অনুগতি হইতেই সিদ্ধ হয়।

--ঃ○ঃ--

১৭। ইন্দ্রিয়ার্থে বিরক্তিঃ স্যাদরুচিস্তনুবাগ্ধিয়াম্।

ইন্দ্রিয়ার্থে অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি বিষয়ে কায় মনো বাক্যের যে স্বাভাবিক অরুচি তাহাকেই বিরক্তি বলে। বাহ্যতঃ বিষয়ত্যাগ বিরক্তি লক্ষণ নহে পরন্তু ভোক্তাভিমানমূলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ভোগে স্বাভাবিক অরুচিই প্রকৃত বৈরাগ্য লক্ষণ। ভোক্তা অভিমান না থাকিলে ভোগ্যবস্তুতে আসক্তির অভাব পরিদৃষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গাদিতেও অরুচি প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই বিরক্তির রহস্য কথা।

--ঃ○ঃ--

১৮। ঈশানুবন্ধী স্বরূপমর্কাম্বুজবৎ।

সেই স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ হইলেও ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। যথা সূর্যের সহিত পদ্মের অনুবন্ধ। যথা সূর্যালোক বিনা পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না তদ্রূপ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত স্বরূপের প্রকাশ বিকাশ ও বিলাস সংঘটিত হয় না। যথা সেব্য ব্যতীত সেবার উদয় হয় না, যথা পতি ব্যতীত তৎপ্রেমোদয় হয় না, যথা পুত্র

বিনা বাৎসল্যের উদয় হয় না। অর্থাৎ সেব্য সঙ্গেই সেবায় প্রবৃত্তি, পতি সঙ্গেই প্রেমোদয়, পুত্র সম্বন্ধেই বাৎসল্যের উদয় হয় তদ্রূপ ঈশ সম্বন্ধেই জীবের সেবাধর্ম্মের অভ্যুদয় সিদ্ধ হয়।

--ঃ○ঃ--

১৯। নারোপসিদ্ধং স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ।

সেই স্বরূপ আরোপসিদ্ধ অর্থাৎ কল্পনা সিদ্ধ নহে যেহেতু তাহা সর্ব্বদায় স্বতঃসিদ্ধ। তাৎপর্য্য--পরমেশ্বরের সঙ্গে জীবের যে সম্বন্ধ তাহা আরোপসিদ্ধ নহে তাহা নিত্য ও নিজতঃ সিদ্ধ ব্যাপার।

--ঃ○ঃ--

২০। বন্ধমোক্ষাতীতমর্কবৎ।

সেই স্বরূপ বন্ধ ও মোক্ষের উর্দ্ধে অবস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ দিবারাত্রির উর্দ্ধে থাকে, তাহার সঙ্গে দিবারাত্রির কোন সম্বন্ধ নাই তদ্রূপ স্বরূপেরও বন্ধন ও মোক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। যথা ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে--

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী।

আদিত্যের বর্ত্তমানে দিনের প্রকাশ।
আদিত্যের অবসানে রাত্রির বিলাস।।
আদিত্যে ত নাহি দিন রজনীর চিহ্ন।
তদ্রূপ স্বরূপ হয় বন্ধমোক্ষহীন।।

--ঃ○ঃ--

২১। অতএব দিব্যম্।

তজ্জন্য স্বরূপ দিব্য অপ্রাকৃত এবং অধোক্ষজ তথা অচিন্ত্য। প্রাকৃতদেহে অবস্থান করিলেও স্বভাবে অপ্রাকৃত।

--ঃ○ঃ--

২২। স্বরূপানুরূপাণি রূপগুণসমবন্ধাদীনি।

রূপ, গুণ, সম্বন্ধ, ভাবাদি কিন্তু স্বরূপের অনুরূপ অর্থাৎ

যেমন স্বরূপ তদুপযোগী রূপ, গুণ, সম্বন্ধ ,ভাবাদির বিলাস প্রসিদ্ধ। স্বরূপ ভাব লিঙ্গবান। অতএব পুংলিঙ্গযুক্ত দেহে তদ্রূপ আকৃতি প্রকৃতি ব্যবহারাদি প্রবর্ত্তিত হয়। আর নারী ভাবহেতু স্ত্রীলিঙ্গযুক্ত আকৃতি প্রকৃতি ব্যাবহার ধর্ম্মাদি প্রপঞ্চিত হয়।

--ঃ০ঃ--

২৩। সান্দ্রসুখানুভূতিমদিতরস্মাৎ।

সেই স্বরূপে যে সুখানুভূতি তাহা সান্দ্র অর্থাৎ প্রগাঢ় এবং জগদ্বিলক্ষণ গুণযুক্ত। পরন্তু স্বরূপেতরে তাদৃশত্বের নিতান্ত অভাব। সার কথা- স্বরূপই অনন্যসিদ্ধ সুখময়।

স্বরূপে সুখানুভূতি সাগর সমান।
বিরূপে সুখানুভূতি বিন্দু পরিমাণ।।

--ঃ০ঃ--

২৪। বৈগুণ্যারিশ্চাগ্নিবৎ।

অগ্নির ন্যায় সেই স্বরূপ ভজন বৈগুণ্যদোষাদি নাশক এবং পবিত্রকারী। অতএব সর্ব্বপ্রকারে সাদ্‌গুণ্যে পরিপূর্ণ। স্বরূপ নিজে বৈগুণ্যদোষ মুক্ত এবং তাহার ভজন কারীকেও সে দোষাদি হইতে মুক্ত করে। যেমন অগ্নি নিজে পবিত্র ও দোষমুক্ত তথা তৎসঙ্গীকেও পবিত্র ও দোষমুক্ত করে। অগ্নি যেমন কখনও অপবিত্র হয় না তদ্রূপ স্বরূপও কোন কারণ বশতঃ অপবিত্র ও দোষলিপ্ত হয় না। দেহাদিতেই দোষাদির অবকাশ ও প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়। বিবর্ত্তবাদীগণ দেহের দোষাদিকে আত্মার বলিয়া অনুমান করে মাত্র পরন্তু তাহা আত্মার নহে।

--ঃ০ঃ--

২৫। বিমলমেব বিয়দিব।

সেই স্বরূপ তত্ত্বতঃ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত। যথা ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্য-

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃশুদ্ধ একঃক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।

অবিক্রিয়ঃস্বদৃগ্হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গোঽনাদৃতঃ।
অর্থাৎ আত্মস্বরূপ নিত্য অর্থাৎ ত্রিকালসত্য, অব্যয় অর্থে ব্যয় বিকার বিচ্যুতি বৈগুণ্যরহিত, শুদ্ধ অর্থে মায়োপাধিমুক্ত, এক অদ্বিতীয়স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে দেহধর্ম্মাদি পরিজ্ঞাত, আশ্রয়- ২৪টি মায়িক তত্ত্বের আশ্রয়, অবিক্রিয়-বিকৃতি রহিত, স্বদৃক্--সাক্ষী, হেতু-বন্ধনাদির কারণ, ব্যাপক--দেহাদিতে ব্যাপ্ত, অসঙ্গ--প্রাকৃত গুণসঙ্গ রহিত তথা অনাদৃত--মায়িকধর্ম্মে অনাকৃষ্ট।

--ঃ০ঃ--

২৬। সাম্পূর্ণন্তু বিপনীব।

সর্ব্বোপকরণে সম্পূর্ণ মনোহারী দোকানের ন্যায় সেই স্বরূপ ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ অর্থাৎ স্বরূপে কোন প্রকার অভাব অভিযোগ ত্রুটি বিচ্যুতি ভ্রম প্রমাদাদি নাই। স্বরূপ ভগবৎসেবায় সকল প্রকার সাদ্গুণ্য সৌজন্য সৌশীল্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ।

--ঃ০ঃ--

২৭। সাফল্যন্তু নিধিরিব।

সেই স্বরূপের সাফল্য কিন্তু মহানিধির ন্যায় চির মহানন্দ জনক এবং দুঃখাদি বিনাশক। মহানিধি প্রাপ্তিতে যেমন দুর্ভাগ্যজনিত দুঃখদারিদ্রাদি দূরে যায় এবং পরমানন্দাদির প্রাপ্তি হয় তদ্রূপ স্বরূপের বিলাস সর্ব্বতোভাবেই পরমানন্দ প্রদায়ক। যেমন বৃক্ষ ফলের সহিত বিরাজমান তদ্রূপ স্বরূপও সাফল্যের সহিত বিদ্যমান।

--ঃ০ঃ--

২৮। নিবেদিতাত্মা বেদ কৃপাবাংশ্চ।

যিনি ভগবানে আত্মনিবেদন করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন কেবল তিনিই সেই স্বরূপকে জানিতে পারেন, দেখিতে পারেন। উপনিষৎ বলেন, আচার্য্যবান পুরুষঃ বেদ অর্থাৎ গুরুপদাশ্রিত তৎকৃপাপাত্র সাধকই ভগবানকে জানিতে পারেন। ব্রহ্মা বলেন,

অথাপি তে দেব পজাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোহ্পি চিরং বিচিন্বন্।

হে ভগবন্! যিনি আপনার পাদপদ্মের কৃপালেশ দ্বারা অনুগৃহীত কেবলমাত্র তিনিই আপনার তত্ত্বমহিমা জানিতে পারেন তদ্ব্যতীত অন্য কেহই চিরদিন অন্বেষণ করিয়াও জানিতে পারেন না। চৈতন্যচরিতে বলেন--

ঈশ্বরের কৃপালেশ হইতো যাহারে।
সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।

--ঃ○ঃ--

২৯। উদিতস্বরূপোহ্নন্যোহ্সঙ্গোহ্নঘশ্চ।

যাঁহার স্বরূপ উদিত হইয়াছে তিনি অনন্য অর্থাৎ অন্যাশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অসঙ্গ অর্থাৎ অভীষ্ট সঙ্গ ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সঙ্গরহিত এবং অনঘ অর্থাৎ নিষ্পাপ চরিত্র। উদিতস্বরূপে কোন প্রকার অত্যাচার অনাচার ব্যভিচার বা কদাচার থাকে না। অত্যাচারাদি হইতেই পাপাচার প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তাহা না থাকায় স্বরূপবান্ নিষ্পাপ চরিত্রের অধিকারী।

--ঃ○ঃ--

৩০। সমদর্শী প্রশান্তশ্চ।

তিনি সমদর্শী অর্থাৎ রাগদ্বেষ মুক্ত দৃষ্টিমান। তাঁহার কোথাও রাগ বা দ্বেষ নাই, তিনি প্রশান্ত অর্থাৎ চতুর্বর্গে বীতস্পৃহ। মহাপ্রভু বলেন,

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।।

বুভুক্ষু মুমুক্ষুগণ নৃত্যাধিক চঞ্চল প্রকৃতির। তাহাদের মধ্যে শান্তির অভাব যেহেতু তাহারা অনুদিত স্বরূপ। পরন্তু প্রাপ্তস্বরূপ বা উদিত স্বরূপ স্বভাবধর্ম্মে অচল অতএব শান্ত প্রকৃতির। স্বরূপানন্দেই তাহারা পূর্ণ। তাহাদের অন্যত্র আনন্দের অনুসন্ধানে ঘুরিতে হয়

না। সমুদ্র প্রাপ্ত নদীর ন্যায় তাহারা শান্ত। তত্ত্বতঃ অভাবীগণ চঞ্চলচিত্ত আর স্বভাবীগণ ধীর স্থির ও শান্ত।

--ঃ○ঃ--

৩১। অব্যক্তলিঙ্গ আত্মারামশ্চ

সেই উদিত স্বরূপবান্ সকলের অলক্ষিত বেশে থাকেন অর্থাৎ বেশাদি দ্বারা তাহার আশ্রমাদি নির্ণীত হয় না। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। রহস্য এই--জীবের যে স্বরূপগত আনন্দ আছে তাহা তাহার অভাবে বিকৃতস্বরূপে সে অন্যত্র হইতে মায়িক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান থেকে আনন্দ পাইতে চায়। তজ্জন্য সে সেই সেই উপাদনে গতাগতি করে। ইহাতে তাহার অশান্তত্ব প্রকাশিত হয়। পরন্তু যখন সে সাধনক্রমে অনর্থনিবৃত্তিতে নিজ স্বরূপগত আনন্দ পায় তখন সে আর অন্য তুচ্ছ উপাদান থেকে আনন্দ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে না বা হয় না। সে আত্মানন্দেই সন্তৃপ্ত থাকে। তখন সে সম্পূর্ণ শান্ত থাকে।

--ঃ○ঃ--

৩২। দ্বন্দ্বাতীতো লোকবেদাতীতশ্চ।

উদিতস্বরূপ মানাপমানাদি দ্বন্দ্ব ভাব বর্জ্জিত কারণ তিনি সংশয়মুক্ত এবং পূর্ণকাম পূর্ণকাম। অন্যের নিকট মানের অপেক্ষা করেন না বা রাখেন না। অপমানেও ক্ষুভিত ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হন না কারণ পূর্ণকাম মান অপমান, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণে সম অর্থাৎ তিনি দেহধর্ম্মে দেহারামীবৎ সুখদুঃখাদিতে সুখিত দুঃখিত হন না। দেহারামীগণ দেহধর্ম্মে প্রাকৃত দৈহিক সুখদুঃখাদিতে বিচলিত হইয়া থাকেন পরন্তু প্রাপ্তস্বরূপ আত্মারামতাগুণে দৈহিক ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হন না। তিনি সর্ব্বদায় লৌকিক ও বৈদিক আচার বিচারের অতীত হইয়া বিচরণ করেন। তিনি কোন লোক বেদ বিধির বাধ্য থাকেন না। যেমন রোগমুক্তির সঙ্গে স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত যেমন চিকিৎসালয়গত ও চিকিৎসাগত সকল প্রকার নীতি বিধি মুক্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্র

সর্ব্বজ্ঞ ভগাবানের শাসনবাণী। তাহা কেবল অজ্ঞ বদ্ধজীবের জন্য সক্রিয়। তাহা কখনই প্রাপ্তস্বরূপের উপর সক্রিয় নহে। লোকাচার বেদাচার কেবল সাধকের জন্যই ব্যবস্থাপিত কিন্তু সিদ্ধের জন্য নহে। ভক্তরাজ নারদ বলেন, আত্মভাবিত ভগবান যখন যাহাকে কৃপা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বেদ ও লোকাচারের প্রতি পরিনিষ্ঠিত মতিকেও পরিত্যাগ করেন।

যদা যমনুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।।

--ঃ○ঃ--

৩৩। তদ্বেদিনাত্তু মোক্ষোপদেশাৎ।

সেই বিজ্ঞাতস্বরূপগণ বিমুক্তি লাভ করেন। শাস্ত্র হইতে তাহা জনা যায় অর্থাৎ স্বরূপবান ব্যক্তির আর সংসার বন্ধের ন্যায় পুনরাবর্ত্তন হয় না। প্রাপ্তস্বরূপো ন ভবায় কল্প্যতে। প্রাপ্তস্বরূপের কর্ম্মবীজ না থাকায় তাহার আর জন্ম হয় না।বেদান্ত বলেন, **অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ** অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তের পুনর্জন্ম হয় না।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

--ঃ○ঃ--

৩৪। হৃদিস্থিতমপ্যসঙ্গোঽম্বুজবৎ।

তত্ত্বতঃ সেই স্বরূপ জীবের হৃদয়স্থিত হইয়াও পদ্মের ন্যায় জড় সঙ্গ ও ধর্ম্মে অলিপ্ত থাকে। পদ্ম বা পদ্মপত্র যেমন জলে থাকিয়াও জল লিপ্ত হয় না তদ্রূপ স্বরূপবান সংসারে থাকিয়াও সংসারধর্ম্মে লিপ্ত হন না। যোগীন্দ্র হবি বলেন, প্রাপ্তস্বরূপ মহাভাগবত সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ।

--ঃ○ঃ--

৩৫। তদব্যক্তমতিসুক্ষ্মত্বাৎ।

সেই স্বরূপ অতিশয় সুক্ষ্ম বলিয়া অব্যক্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। উপনিষৎ বলেন, **বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ**

স বিজ্ঞেয় ইতি প্রাহ পরা শ্রুতিঃ। কেশাগ্রের একশতাংশেরও এক শতাংশ হইল জীবের পরিমাণ। তাহা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বলিয়াই অব্যক্ত পরমাণুবৎ। এতদ্ব্যতীত ইহা স্থুল বস্তুর ন্যায় সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়াও অব্যক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের ন্যায় আত্মাও সুক্ষ্মত্ব নিবন্ধন অব্যক্ত।

--ঃ○ঃ--

৩৬।পরমপ্যপরাধীনমনুত্বান্মুগ্ধত্বাচ্চ সিংহশিশুবৎ।

সেই স্বরূপ পরাশক্তিভূতা হইয়াও অনুত্ব এবং মুগ্ধত্ব প্রযুক্ত অপরাশক্তি মায়ার বশযোগ্য। বিক্রমে সিংহ শাবক মেষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও শিশুত্বহেতু তাহার মেষবশ্যতা কালেই উদিত হয় তদ্রূপ কোন কালে শ্রেষ্ঠ জীবাত্মা কোন কারণ বশতঃ জড় মায়ার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। তাহার দুইটি কারণ। আদৌ অনুত্ব দ্বিতীয়তঃ মুগ্ধত্ব। চেতনের জড়বশ্যতা মুগ্ধতাক্রমেই ঘটিয়া থাকে। চেতন জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও অনুত্বহেতু মায়া বশযোগ্য। যথা সতী নারী পতিসঙ্গেই সবলা পতিহীন ভাবে দুর্ব্বলা এবং অসৎ লম্পটের বলাৎকারেই বাহ্যতঃ বশ্যতা প্রাপ্ত হয় মাত্র। দ্বিতীয়তঃ কখনও সে পরপুরুষে মুগ্ধ হইলেই তাহার বশ্যতা উপস্থিত হয়। এখানে সঙ্গদোষের প্রাবল্য দেখা যায়। কখনও কখনও নিজ পতি অপেক্ষা পরপুরুষের উৎকর্ষ দর্শনে মুগ্ধ হইলেই জমদগ্নিপত্নী রেণুকার ন্যায় চরিত্রে দোষ উপস্থিত হয়।

--ঃ○ঃ--

৩৭। অলিঙ্গং স্বেচ্ছালিঙ্গত্বাৎ।

সেই স্বরূপে কোন নির্দ্দিষ্ট লিঙ্গ নাই কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বেচ্ছালিঙ্গত্ব অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ ভাবনানুরূপ লিঙ্গ ধারণে সেই স্বরূপ সমর্থ। রহস্য--আত্মা পুরুষও নহে নারীও নহে বা ক্লীবও নহে। ভাব অনুসারে ভগবানের ন্যায় তাহার লিঙ্গ প্রকাশিত হয়। পুরুষভাবে পুংলি, নারী ভাবে স্ত্রীলিঙ্গ এবং উভয়ভাবে নপুংসকলিঙ্গপ্রতিপন্ন হয়।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স বক্ষ্যতে।
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

মুক্তগণও লীলাভরে ইচ্ছানুরূপ তনু স্বীকার করতঃ ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন এই বাক্যানুসারে ভক্তিসাধকের ইচ্ছাময় ভাবলিঙ্গই জ্ঞাপিত হয়। যথা রাধিকা স্ত্রীরূপা হইলেও গৌরকৃষ্ণ সেবার্থে পুংলিঙ্গবান্ গদাধরতনু প্রাপ্ত হইলেন। এখানে একটু বিচার্য্য এই যে, বদ্ধজীব অপরা মায়াবশ্যতা ক্রমে এবং মুক্তজীব স্বেচ্ছাক্রমে যোগমায়া বলে ইচ্ছানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হন।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

--ঃ০ঃ--

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১। কৃষ্ণ এব সম্বন্ধ ইতি চৈতন্যঃ সর্ব্বমূলত্বাৎ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমতে কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধের মূল বিষয়। যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণকারণ। তাহা হইতে জীবজগৎ ব্রহ্মাদিরও প্রকাশ।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
সর্ব্বআদি, সর্ব্বঅংশী পরমমহত্ত্ব।
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বআদি সর্ব্বঅংশী পরমতকারণ।

ঈশ্বরঃপরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই কৃষ্ণ। তাঁহার অসম্যক প্রকাশই ব্রহ্ম, আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা এবং তাঁহার ত্রিবিধ শক্তি হইতেই সকল কিছুই প্রকাশিত। বৃক্ষমূলের ন্যায় কৃষ্ণ সর্ব্বমূল। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ তথা অনন্তকোটি অবতারের মূল। তাঁহার সম্বন্ধ

বর্জ্জিত কিছুই নাই। সকলই তাঁহাতে সম্বন্ধিত। তিনি সম্বন্ধের আকর। যেমন মূলের সম্বন্ধ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধের সঞ্জীবক। মূল সম্বন্ধ না থাকিলে অন্য সম্বন্ধ সজীব থাকে না। তদ্রূপ কৃষ্ণ সম্বন্ধহীন হইলেই অন্যসম্বন্ধও প্রাণহীনবৎ অকারণ হইয়া পড়ে।

--ঃ০ঃ--

২। মমতাবন্ধনং সম্বন্ধঃ।

অঙ্গাঙ্গি বিচারে নিত্যসম্বন্ধ থাকিলেও রসগত বিষয়ে কৃষ্ণের সহিত আত্মীয়তা বিচারে মমতাবন্ধনকেই সম্বন্ধ বলা যায়। অন্যবন্ধন অপেক্ষা মমতার বন্ধন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্যক্ প্রকারে প্রসিদ্ধ। সুখপ্রদ বস্তু বা ব্যক্তিই প্রিয় ও অভীষ্ট হয়। সেই অভীষ্টে আবিষ্টতা ক্রমে রাগের অভ্যুদয়। সেই রাগ চরমে অভীষ্টের প্রতি মোহভাবে মমতাকারি বন্ধনের হেতু। সেইবন্ধন সম্যক্ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া মমতাবন্ধনই সম্বন্ধ বাচ্য।

--ঃ০ঃ--

৩। তত্ত্ব প্রয়োজনার্থং লোকে।

ইহলোকে সেই সম্বন্ধ নিত্য হইলেও বিস্মৃতিহেতু তাহার পুনর্জাগরণে প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যই তাহা ঘটিয়া থাকে। যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে সম্বন্ধ অভিধেয় অভাবে শিথিল। সম্বন্ধাদির বিচার কেবল এই বিস্মৃত জগতে জীবের জন্যই, নিত্যজগৎস্থিত জীবের জন্য নহে কারণ সেখানে স্বরূপের বিস্মৃতি নাই। বদ্ধ অথচ শ্রদ্ধালু জীবকে প্রতিবোধিত করিবার জন্যই এখানে স্বরূপ সম্বন্ধাদির বিচার বিবেচ্য। কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন, তজ্জন্যই কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিচার। যথা পুত্রার্থে নারী সঙ্গের বিচার, বিদ্যার্থেই বিদ্বানের সম্বন্ধ সঙ্গ সেবাদির বিচার। যাহার বিদ্যার প্রয়োজন নাই তাহার বিদ্বানের সম্বন্ধ সঙ্গ সেবাদিরও আবশ্যকতা নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হয় সম্বন্ধ কেবল প্রয়োজনার্থেই প্রপঞ্চিত হয়। প্রয়োজন বোধে হয় সম্বন্ধ বিচার। অভিধেয় প্রপঞ্চিত প্রয়োজনানুসার। পুত্রহেতু পত্নী সম্বন্ধ

সঙ্গ সমুচিত। বিদ্যাহেতু বিদ্বানের সঙ্গ সমুদিত।। গন্তব্য অভিলষিতে গতির প্রচার। ক্ষুধার্থের পক্ষে যথা খাদ্যের বিচার। দুগ্ধহেতু গোসম্বন্ধ সেবনাদি কর্ম্ম। প্রীতিহেতু কৃষ্ণসম্বন্ধাদি ভৃত্যধর্ম্ম।।

--ঃ○ঃ--

৪। নান্যত্তদীয়ত্বাদ্রসাভাবাদনভীষ্টপ্রদত্বাচ্চ।

অন্য কেহ কি সম্বন্ধদেবতা হইতে পারেন না ? তদুত্তরে বলিলেন, তদীয়ত্বহেতু মনুষ্যাদি জীব কেহই সম্বন্ধের পাত্র হইতে পারেন না। যেহেতু তাহাতে রস বিলাস নাই। অধিকন্তু দেবগণও তদীয়ত্বে গণ্য। তদীয় অন্য তদীয়ের সেব্য সম্বন্ধ হইতে পারেন না। যথা অনীশ্বর অনীশ্বরের সেব্য ঈশ্বর হইতে পারেন না। তাহাতে তদ্ধর্ম্মের অভাব। পরম রস বিচারে ঈশ্বর হইলেও রামাদি ঈশাবতারও সেব্যসম্বন্ধ হইতে পারেন না।অনভীষ্টপ্রদত্বাৎ অর্থাৎ রামাদি অবতারগণ অভীষ্টপ্রদ রসবিলাসী নহেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ রসবিলাসী। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু। একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ মন্ত্রের দেবতা হইলেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তাৎপর্য্য বিবেক-

১। ঈশ্বরত্বের অভাবহেতু তথা মৃত্যুবশত্ব প্রযুক্ত মনুষ্যত্বে সেব্য সম্বন্ধ নাই। ২। দেবত্বে সামান্যতঃ ঈশত্ব থাকিলেও রসবিলাসের অভাব হেতু ইষ্টসম্বন্ধের অভাব বর্ত্তমান। ৩। স্বাংশ মৎস্য কুর্ম্ম নৃসিংহ রামাদি ঈশাবতারগণে ভিন্ন ভিন্ন রসবিলাস সামান্যতঃ থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে মাধুর্য্যবিলাসের অভাব।

৪। কেবল ঐশ্বর্য্যবিলাসী নারায়ণ সার্দ্ধ দুই রসের সেব্যদেবতা, যুগপৎ ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য বিলাসী দ্বারকেশ ও মাথুরেশ বাসুদেবও অসম্পুর্ণ রসবিলাসী। তিনিও সকলের অভীষ্টপ্রদ ইষ্টদেবতা স্বরূপে বিলাসী নহেন। পরন্তু কৃষ্ণ সর্ব্ব রসসমারাধ্য, সর্ব্বাভীষ্টরসপ্রদ মাধুর্য্য চতুষ্টয়েব অধিপতি। স্বরূপবিলাস তাঁহাতেই সুসম্পুর্ণ ভাবে সম্পন্ন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস পূর্ণ। ভগবত্বাবিলাসে কৃষ্ণ পূর্ণতম, রসবিলাসে ধন্যতম, মাধুর্য্যবিলাসে

অনন্যতম এবং জীবের স্বরূপ বিলাসও তাঁহাতে পরিপূর্ণতম। অতএব স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপী কৃষ্ণচৈতন্যমতে কৃষ্ণই সম্বন্ধাধিপতি। ঐশ্বর্য্য আশ্চর্য্যপ্রকাশী আর মাধুর্য্য মুগ্ধতা প্রিয়তা বিলাসী। ঐশ্বর্য্যে প্রিয়তা মুগ্ধতা নাই তজ্জন্য সেখানকার সম্বন্ধ সম্ভ্রমপ্রযুক্ত পরন্তু মাধুর্য্যের প্রিয়তা বিশ্রম্ভ প্রযুক্ত এবং মমতাসম্বন্ধীয়। মাধুর্য্যের প্রিয়তা আত্মীয়তায় ঘনিষ্ঠতমতাহাতে সম্বন্ধের প্রবন্ধ নির্ব্বন্ধ যোগে সহজভাবেই প্রকাশিত।অতএব মাধুর্য্যবিলাসী শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধদেবতা।

--ঃ○ঃ--

৫। সম্বন্ধপ্রয়োজনসাধকোঽভিধেয়ঃ

সম্বন্ধপ্রাপক ও প্রয়োজন সাধকই অভিধেয় সংজ্ঞক। অর্থাৎ প্রয়োজনই সাধ্য, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই সাধন। তাহা অভিধেয় নামে প্রখ্যাত। তত্তু ভক্তিরিত চৈতন্যোপদেশাৎ সেই অভিধেয় ভক্তি সংজ্ঞক ইহা শ্রীচৈতন্যের উপদেশ হইতে অবগত হওয়া যায়।

কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।চৈঃচঃমঃ।

--ঃ○ঃ--

৬। অভিধেব ভগবৎসৌলভ্যাদভিধেয়ঃ।

অভিধা বৃত্তির ন্যায় ভক্তিতে ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ অর্থাৎ সহজে ভগবৎ প্রাপ্তিহেতু ভক্তিকেই অভিধেয় বলা হইয়াছে। কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদিতে ভগবৎপ্রাপ্তি দুর্ঘট পরন্তু শুদ্ধভক্তিতে তাহা সহজ। ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ আমি একভক্তিতেই গ্রাহ্য। মাধব ভক্তিপ্রিয়। ভক্তি বিনা অন্য সাধনে তিনি তুষ্ট ও লভ্য হন না। তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় আখ্যা দিয়াছেন। **অভিধীয়তে অনেনেতি অভিধেয়ঃ অভি আধিক্যেন ধীয়তে প্রাপ্যতে লভ্যতে ইতি অভিধেয়ঃ** অর্থাৎ আধিক্যের সহিত অভিলষিত রূপে ভগবৎপ্রাপ্তি হেতু ভক্তিই অভিধেয় বাচ্য।

--ঃ○ঃ--

৭। তৎপ্রেমা হি প্রয়োজনম্।

শ্রীচৈতন্যমতে অভীষ্টপ্রদ বিচারে কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন সংজ্ঞক। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।।

পুরুষার্থ বিচারে কৃষ্ণপ্রেমের মহত্ব--

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন।।
প্রেমা হৈতে হয় কৃষ্ণ নিজ ভক্ত বশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণসেবাসুখ রস।।

শাস্ত্রতাৎপর্য্যে কৃষ্ণপ্রেমার গুরুত্ব--

বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তের সাধন।।
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।।

--ঃ○ঃ--

৮। সেব্যসেবকয়োঃ প্রকৃষ্টযোজনাৎ প্রয়োজনম্।

সেব্য ভগবানের সহিত সেবক জীবের প্রকৃষ্টরূপে, প্রকর্ষরূপে মিলনহেতু প্রেমকেই প্রয়োজন বলা যায়। সেই পেমেপায় জীব কৃষ্ণের সেবন। প্রেমার্থেই সম্বন্ধ এবং প্রেমেই সম্বন্ধ পূর্ণতম। প্রেমেই মহামিলন প্রসিদ্ধ।

--ঃ○ঃ--

৯। অসম্বন্ধস্যাভিধেয়াভাবোঽনূঢ়াবৎ।

সম্বন্ধহীনের অভিধেয় নাই। যথা অনূঢ়া অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যার পতি সেবা ও তৎপ্রেম নাই। যথা প্রভুহীনের প্রভু সেবা এবং পুত্রহীনের পুত্রসেবা তথা রাজ্যহীনের রাজকার্য্য ও তজ্জনিত সুখাদিও থাকে না।

--ঃ○ঃ--

১০। স্বরূপবৃত্তির্হি ভক্তিঃ।

স্বরূপের বৃত্তিকেই মনীষীগণ ভক্তি বলিয়া থাকেন। প্রাকৃত দেহমনোবৃত্তি কখনই ভক্তি হইতে পারে না। ভক্তি আত্মবৃত্তি, স্বরূপধর্ম্ম। প্রাকৃত দেহমন বিরূপভূত অতএব তাহার বৃত্তি ভক্তি নহে। তবে ভক্তির প্রভাবে দেহমনাদিও অপ্রাকৃত ভাব ধারণ করে। সেই চিদানন্দিত দেহমনেও ভক্তিবিকার প্রকাশিত হয়।

--ঃ○ঃ--

১১। ভক্তিস্তু ভগবদুদয়াদেব পুত্রস্নেহবৎ।

ভক্তি কিন্তু ভগবানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হয়। যেরূপ পুত্রের জন্মের সঙ্গ সঙ্গে বাৎসল্যের উদয় হয়। যাহার পুত্র নাই তাহার বাৎসল্য থাকিতেই পারে না। ভক্তি ভগবানের অনপায়িনী শক্তি। ভগবান বিনা তাহার আবির্ভাব অবস্থিতি আর কোথাও নাই। ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ অন্য কোন প্রসঙ্গে ভক্তির উদয় হয় না কেবল কৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিনা। ইহা সর্ব্বদায় কৃষ্ণহৈতুকী। ইহা অন্য কোন কারণ জাত নহে। তাঁহার কৃপাই তাঁহার উদয়ের কারণ। এই ভক্তি কোন শাস্ত্র বিধিনিষেধের বাধ্যতায় সাধ্য নহে যেহেতু ভক্তি স্বতন্ত্রা। স্বতন্ত্রা হইলেও কৃষ্ণানুগা। সৎসঙ্গাদি ভক্তির গৌণকারণ। যথা স্বয়ং ভগবানের ইহজগতে আবির্ভাব সময়ে যুগধর্ম্মাদি সংস্থাপনের কারণ আসিয়া উপস্থিত হয় তথা ভক্তির আবির্ভাব সময়ে সৎসঙ্গাদিও কাকতালীয় ন্যায়ে সিদ্ধ হয়। কাকতালীয় ন্যায়--তাল পাকিয়াছে পড়িবার সময় হইয়াছে তৎকালে কাক তাহাতে আসিয়া বসিতেই তালটি পতিত হইল। বাহ্যদৃষ্টিতে কাকই তালপাতনের কারণ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। তবে একথা সত্য যে, কৃষ্ণপ্রসঙ্গকারী সাধুসঙ্গ হইতেই ভক্তি আবির্ভূত হয়। ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।

--ঃ○ঃ--

১২। সম্বন্ধোচিতানি ভাবসেবনাদীনি।

সম্বন্ধের অনুরূপই ভাবসেবাদি অর্থাৎ যেরূপ সম্বন্ধ, ভাবসেবাদিও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সম্বন্ধের বিরুদ্ধ ভাবসেবাদিতে স্বরূপের অভিব্যক্তি নাই। ভাবের ও শুদ্ধতা থাকে না। সুতরাং সেবাদিরও শুদ্ধতা থাকিতে পারে না। সম্বন্ধ দাস্যগত অতএব ভাবসেবাদিও দাস্যোচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহার অন্যথা হইলে রসসাম্য থাকে না। দাসের পক্ষে সখ্যের ভাবসেবাদি ধর্ম্ম হইতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য--কামবীজমন্ত্রে দীক্ষিতের পক্ষে বালগোপাল উপাসনায় কৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব এবং তদুচিত সেবাদি অনুচিত ব্যাপার। এ ব্যাপারে তত্ত্বমূঢ়তাই প্রকাশ পায়। পুনশ্চ বাৎসল্যরসের ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণপ্রতি প্রাণনাথ সম্বোধন এবং কান্ত বা সখী ভাবের গীতাদি গান বা রাসলীলাদি গান তথা মধুর রসের গ্রন্থাদি পাঠও অনুচিত ব্যাপার। পুত্রজ্ঞানে আশীর্ব্বাদ এবং কান্তাভাবে আলিঙ্গনাদি নিতান্ত রসবিরোধ সৃষ্টি করে। অতএব যথা সম্বন্ধ তথা ভাবসেবাদিই ধর্ম্মময়।

--ঃ০ঃ--

১৩। অসম্বন্ধোচিতানি ভাবানি পরিবর্জ্জনীয়ানি।

যথার্থ রসোদয়লিপ্সু পক্ষে অসম্বন্ধোচিত ভাবাদি পরিবর্জ্জন কর্ত্তব্য। কারণ তাহা শুদ্ধরসোদয়ের অন্তরায় স্বরূপ। বিরুদ্ধ ভাবসেবাদি কখনই রসকে সিদ্ধ করে না। বিরুদ্ধ ভাবসেবাদিযুক্ত রস কখনও রসাভাস কখনও বা কুরস রূপে স্বীকৃত হয়। পিতাকে ভাই বলা, দেবর প্রতি কান্তভাব, পুত্র প্রতি কান্তভাবাদি পাপবহুল ও কুরসে গণ্য। ইহাতে মুর্খতা প্রবলা এবং অধর্ম্ম সবল।

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

--ঃ০ঃ--

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

১। অনিষ্ঠস্য স্বরূপাভাবোঽর্ভকবৎ।

বালকের ন্যায় নিষ্ঠাহীনের স্বরূপবোধ থাকে না। অতিবাল্যে যেমন শিশুর পুংস্ত্ব বা নারীত্ব বোধ থাকে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধিক্রমে প্রাপ্তকালে পুংস্ত্বাদি বোধ জন্মায় তদ্রূপ যাহার ভজনে অনর্থনিবৃত্তি রূপ বাল্য বিগতক্রমে নিষ্ঠারূপ কৈশোরের উদয় হয় নাই তাহার যথার্থ স্বরূপের বিকাশ ও বোধ নাই।

--ঃ০ঃ--

২। রুচৌ স্বরূপানুমান আভাসবৎ।

রুচিতে স্বরূপের অনুমান আভাস তুল্য। সূর্যোদয় হয় নাই অথচ আভাস দর্শনে আসন্ন সূর্যোদয় অনুমান করা যায়তদ্রূপ ভজনে রুচি আসক্তিতে স্বরূপক্রিয়া অনুমিত ও প্রমাণিত হয়। যেমন সস্পৃহদর্শনাদি দ্বারা যুবক যুবতীর শৃঙ্গারভাবের অনুমান হয়। যেমন শোকাকুলতা দর্শনে তৎপ্রিয়বিয়োগ অনুমিত হয়।

--ঃ০ঃ--

৩। স্বরূপানুভূতির্ভাবুকে বধূবৎ।

স্বরূপের অনুভূতি বধূর ন্যায় ভাবুক রসিকে প্রকাশিত। অর্থাৎ বিবাহিতা যুবতীতে যেরূপ নারীত্বাদি সম্পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয় তদ্রূপ রসিকে স্বরূপের অনুভূতি সম্পূর্ণ মাত্রায় সহজরূপে অভ্যুদিত হয়।

--ঃ০ঃ--

৪। তৎপ্রকাশশ্চ নির্ব্বান্ধাভ্যাসাৎ।

নির্ব্বন্ধ সম্বন্ধযোগে ভজনের অভ্যাস ক্রমেই কিন্তু স্বরূপের প্রকাশ হয়। বেদান্ত বলেন, প্রকাশশ্চ কর্ম্মাণ্যভ্যাসাৎ। পুনঃপুনঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিকর্ম্মের অভ্যাসহেতু ভগবৎ প্রকাশ হয়। যথা মন্থনযোগে নবনীত উদিত হয়। যথা মার্জ্জনফলে তাম্রপাত্রের

মালিন্যদূর হয় এবং স্বরূপ প্রকাশ পায়। যথা পুনঃপুনঃ ঘর্ষণে অগ্নির প্রকাশ হয়।

--ঃ○ঃ--

৫। তন্নিষ্ঠারুচিভ্যাং সংস্কৃতাত্মনি মধুবৎ।

ভক্তি সংস্কৃতাত্মা পুরুষে নিষ্ঠা ও রুচিযোগেই আত্মপ্রকাশ করে বসন্ত ঋতুর ন্যায়। অর্থাৎ যেমন দক্ষিণসমীরণ ও কোকিল কূজনাদি যোগে বসন্তঋতু আত্মপ্রকাশকরে তদ্রূপ নিষ্ঠা ও রুচ্যাদিযোগে সংস্কৃতাত্মা পুরুষে ভক্তির স্বরূপবিলাস প্রকাশ পায়। আচার্য্যবান, আদর্শ ভক্তি সদাচারবান্ পুরুষই সংস্কৃতাত্মা।

--ঃ○ঃ--

৬। কৃচ্ছান্নৈবাচিন্ত্যত্বাদক্ষরত্বাচ্চ।

সেই স্বরূপের জাগরণ ও অনুভব কোন প্রকার কৃচ্ছ অর্থাৎ কিত্রিম বা কাল্পনিক সাধনা দ্বারা কখনই সম্ভব নহে। যেহেতু সেই স্বরূপ অচিন্ত্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত এবং অক্ষর অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়। প্রাকৃত কৃচ্ছতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কল্পনা তাহার চতুঃসীমায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। সারকথা-- আধ্যক্ষিকতায় সেই স্বরূপানুভূতি চিরকালেও লভ্য নহে। আধ্যক্ষিকতায় অধোক্ষজ অনুভূতি অসম্ভব।

--ঃ○ঃ--

৭। নানুমানাচ্চাপ্রতর্ক্যত্বাৎ।

পুনশ্চ সেই স্বরূপের জাগরণ কোন অনুমানে সিদ্ধ নহে যেহেতু তাহা সম্পূর্ণ তর্কের অতীত, অগোচর। শাস্ত্রে অচিন্ত্য বস্তুতে তর্ক্য নিষিদ্ধ কারণ তর্ক অফলপ্রদ। তর্কোঽপ্রতিষ্ঠানাৎ। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক যোজনা করিবেন না। যাহা প্রকৃতির অতীত তাহাই অচিন্ত্য লক্ষণ। **অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা তাংস্তর্কেণ ন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তদচিন্ত্যস্য স লক্ষণম্।** স্বরূপ সর্ব্বদায় অপ্রাকৃত অতএব প্রাকৃত মনবাক্যাদি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে

না। সুতরাং তৎসম্বন্ধে মনের কল্পনা যাহা অনুমান তাহা সিদ্ধ বা ফলপ্রদ নহে।

--ঃ○ঃ--

৮। আচার্য্যশাস্ত্রাভ্যাং তদ্দিগ্দর্শনম্।

আচার্য্য ও সনাতন ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে কেবল স্বরূপের দিক দর্শন হয় মাত্র কিন্তু প্রাপ্তি সাধন সাপেক্ষ। যথা চৈঃচঃ- সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়। তাৎপর্য্য এই- আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে সাধক স্বরূপের জ্ঞান পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন। যেমন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত কোন দেশের দিকমাত্রই প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। ঐদিকে মথুরা এই দিকে বৃন্দাবন ইত্যাদি।

--ঃ○ঃ--

৯। সন্দর্শনন্তু সমাধাবমলে।

স্বরূপের সাক্ষাৎকার কিন্তু অমল ভজন সমাধিতেই ঘটিয়া থাকে। যথা ভাগবতে--

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।

অমল ভক্তিযোগ সমাধিতে শ্রীবেদব্যাস পূর্ণতম পরম পুরুষ এবং তৎসঙ্গে তাঁহার অপাশ্রিতা জীবমোহিনী মায়াকেও দর্শন করিলেন। তৎসঙ্গে চ কারে স্বরূপের অভিজ্ঞানও দর্শন করিলেন। ধ্যেয়মাত্র স্ফুর্ত্তিই সমাধি। অতএব সমাধিতেই স্বরূপের সাক্ষাৎকার সম্ভব। প্রাকৃতনয়নে স্বরূপের সাক্ষাৎকার কখন কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। ব্রহ্মসংহিতা বলেন, প্রেমাঞ্জন রঞ্জিত ভক্তিনয়নেই দিব্যসূরিগণ হৃদয়ে স্বরূপদেবতাকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। তৎসঙ্গে আত্মদর্শনও হইয়া থাকে। যথা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে অভীপ্সিত বস্তু দর্শনের সঙ্গে আত্মদর্শনও হইয়া থাকে।

--ঃ○ঃ--

১০। তেন তদ্দর্শনমর্কালোকবৎ।

সেই স্বরূপের দর্শন স্বরূপালোকেই সম্পন্ন হয়। যেমন সূর্যালোকেই সূর্যাদির দর্শন হইয়া থাকে। স্বরূপ উজ্জ্বল ও নির্ম্মল জ্যোতির্ময় অতএব তাহার আলোকে তাহার দর্শন সহজ সাধ্য।

--ঃ০ঃ--

১১। সাধ্যত্বন্নৈব নিত্যসিদ্ধত্বাৎ।

সেই স্বরূপ কিন্তু অগ্নিযোগে রসের গুড়ত্ব সিদ্ধির ন্যায় কোন অবান্তর সাধ্যতার বাধ্য নহে। কারণ তাহা নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধের সাধ্যতা থাকে না। সিদ্ধস্য সাধ্যতা নাস্তি। সিদ্ধের সাধ্যতা নাই। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। চৈঃচঃ

--ঃ০ঃ--

১২। শ্রবণাদিভির্হৃদি প্রাকট্যং সাধ্যতা।

কেবল শ্রবণাদি সেই সেই ভজনাঙ্গ দ্বারা অমল হৃদয়ে উদয় করাই সাধ্যতা। অমল চিত্তেই স্বরূপের আবির্ভাব হয়। চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিত হইলেই সেই সেবোন্মুখ চিত্তেই তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে। মহাপ্রভু বলেন,

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। চৈঃচঃ

--ঃ০ঃ--

১৩। সাধনমিন্দ্রিয়ানাং ভগবদুন্মুখীকরণং ভজনন্তত্তোষণঞ্চ।

ইন্দ্রিয়গুলিকে যোগ্যভাবে ভগবৎসেবায় উন্মুখীকরণের নামই সাধন এবং সাধিত শোধিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভগবৎ সন্তোষণক্রিয়াই ভজন বাচ্য। সাধক সাধন ভজন তৎপর আর সিদ্ধ কেবল ভজন সত্বর। তাঁহার সাধন ক্রিয়া নাই যেহেতু তাঁহার ইন্দ্রিয় নিচয় শাসিত, শোধিত, প্রবোধিত এবং স্বরূপভাবনা দ্বারা প্রসাদিত। ভক্তিরস্য ভজনং। ভজনং ভক্তিঃ ভক্তি সেবা সংজ্ঞক। সেব্য সুখতাৎপর্য্যে সেবা। অতএব ভজনের উদ্দেশ্য ভজনীয় ভগবানের সন্তোষ বিধান।

সেবা সন্তোষ কারণ হইলেও যেমন সেবক হস্তের শুদ্ধির প্রয়োজন। এই হস্তশোধন ক্রিয়াটি সাধন বাচ্য এবং শোধিত হস্তে সেব্য তোষণাদি ক্রিয়াটি ভজন বাচ্য।

--ঃ০ঃ--

১৪। অপি নিরস্তমলসত্বে সূর্যবৎ।

সেই স্বরূপ নিরস্তমলসত্বে অর্থাৎ নির্ম্মল ও ভাবাক্রান্ত চিত্তে সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান। সূর্য যেমন নির্ম্মল আকাশে প্রকাশমান তদ্রূপ নির্ম্মলচিত্তেই স্বরূপের অভ্যুদয় ঘটে।

--ঃ০ঃ--

১৫। নিষ্কৃতিস্তু সঙ্গাদ্ভজনাচ্চ।

অনর্থময় বিষয়াসক্তির নিরাশ ও চিত্তের নির্ম্মলতার প্রকাশ কিন্তু মহৎসঙ্গ এবং ভজন দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়।

সাধুসঙ্গে হয় শুদ্ধ তত্ত্বের উদয়।
ভজনে প্রবৃত্তি আর নির্ব্বেদ নিশ্চয়।।
ভজনে প্রবৃত্তি হৈতে অনর্থ নিরাশ।
অনর্থ নির্গতে পায় ভক্তির বিলাস।।
ভক্তির বিলাসে বসে স্বরূপানুভূতি।
স্বরূপানুভবে পায় গোলোকেতে স্থিতি।।
গোলোক নিবাসে পায় সেব্যরসামৃত।
সার্থক জীবনে হয় কৃতার্থ চরিত।।

--ঃ০ঃ--

১৬। তত্তু নিমিত্তমাত্রং কাকতালীয়বৎ।

স্বরূপের উদয় বিষয়ে সাধন কিন্তু কাকতালীয় ন্যায়ে নিমিত্ত মাত্র অর্থাৎ তালটি পাকিয়া পতিত হইবার কালে কাকের স্পর্শ যেমন নিমিত্ত মাত্র তদ্রূপ ভগবদিচ্ছাক্রমে স্বরূপের অভ্যুদয় কালে সাধন ব্যাপার কেবল নিমিত্ত মাত্রই হইয়া থাকে।

--ঃ০ঃ--

১৭। পরাভিধানাত্তূদয়াৎ।

পরমেশ্বরের বিধান অনুরূপেই স্বরূপেব প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব আবিস্কৃতি ও সংস্কৃতি ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বকারণকারণ গোবিন্দ। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাক্রমেই সর্ব্ব বিধানের অভ্যুত্থান। যন্ত্রস্থিত কাষ্ঠপ্রতিমার ন্যায় সকলই তাঁহার ইচ্ছার অধীন। জীবের ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি দাতা তিনিই কারণ--

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে।।

তাঁহার বিনোদলীলায় কি প্রকার স্বরূপ সেবাদির প্রয়োজন তাহা সম্পাদনার্থ তিনিই মনোনীত জীবকে অন্তর্যামীসূত্রে এবং মহান্তগুরুরূপে তাহার প্রেরণা ও শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং সেই জীবেও তাঁহার বিধান অনুসারে স্বরূপ রূপাদির অভিস্পৃহা তথা তদনুরূপ চেষ্টা নিষ্ঠাদির প্রতিষ্ঠাদিও প্রকাশিত হয়। জ্ঞাতব্য এই, অনর্থমুক্তের ইচ্ছাদি ভগবদিচ্ছারই অনুরূপ।

--ঃ০ঃ--

১৮। অভ্যাগমনং তন্মহতি যথা।

যদি পরমেশ্বরের বিধান অনুসারেই স্বরূপের বিকাশ হয় তাহা হইলে সাধনার অপেক্ষা কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, নিজগৃহে স্বেচ্ছাক্রমে মহতের আগমন দর্শনে গৃহস্থ যেরূপ তাঁহাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইবার জন্য পাদ্য অর্ঘ্যাদি হস্তে অভিব্রজা করেন তদ্রূপ স্বরূপের উদয় ব্যাপারে সাধনা অভ্যাগমন মাত্র।

--ঃ০ঃ--

১৯। ভক্তির্ব্বরান্যস্মান্মাতৃত্বাদ্ধি।

কৃষ্ণভক্তিই স্বরূপের শ্রেষ্ঠ সাধন কারণ ভক্তি জ্ঞান যোগ বৈরাগ্য সিদ্ধি মুক্তি প্রভৃতির মাতৃস্বরূপা। ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির জীবন ইহা নারদ গোস্বামী বলেন।

যথা সমস্তপ্রাণীনাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে।।

২০। জ্ঞানসঙ্গী বৈরাগ্যম্।

বৈরাগ্য জ্ঞানের সঙ্গী অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে বৈরাগ্য জাত ও বিলাসবান। উপরন্তু জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির পুত্রদ্বয়।

ভগবতি বাসুদেবে ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।

ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলেই তাহা হইতে অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য জাত হয়। **পরাবরেশে রাগবৈশিষ্টং হি বৈরাগ্যং তস্মাত্তদিতরে রাগরাহিত্যন্তু তটস্থম্।** চরাচরের ঈশ্বর শ্রীহরিতে রাগ বৈশিষ্টই বৈরাগ্যের স্বরূপলক্ষণ এবং তৎফলে ভগবদিতরে অর্থাৎ মায়িকবস্তুতে রাগরাহিত্যই বৈরাগ্যের তটস্থলক্ষণ। ভাগবতে চতুর্থে বলেন,

শাস্ত্রেম্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং
ক্ষেমস্য সপ্রশ্নিমৃশেষু হেতুঃ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা।

অর্থাৎ আত্মা ব্যতিরিক্ত দেহ দৈহিক স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্তি এবং নির্গুণ পরব্রহ্মে সুদৃঢ়ারতিই মানুষের আত্যন্তিক মঙ্গল লক্ষণ। ইহাই সকল শাস্ত্রের সম্যক্ বিচারিত সিদ্ধান্ত। অতএব ভগবানে দৃঢ়া রতির ফলে অনাত্মভূত দেহদৈহিকাদি বস্তুতে অরতিই প্রকৃত বৈরাগ্য লক্ষণ। জ্ঞাতব্য--স্বরূপলক্ষণহীন বৈরাগ্য নূন্যাধিক পাপাত্মক ও ফল্গুতা প্রাপ্ত। স্বরূপলক্ষণ বর্জ্জিত বৈরাগ্যগুলি মর্কটবৈরাগ্য, ফল্গুবৈরাগ্য, প্রসূতি বৈরাগ্য এবং শ্মাশানবৈরাগ্যাদি নামে বহির্মুখ লোকচরিত্রে প্রসিদ্ধ। স্বরূপলক্ষণহীন বৈরাগ্য সর্পখোসলবৎ কৃচ্ছ, তুচ্ছ, বৃথা ভয়প্রদ ও মোহজনক।

--ঃ০ঃ--

২১। আনুকূল্যান্যনুশীলনীয়ানি।

স্বরূপের অভ্যুদয় কর্ম্মে অনুকূল বিষয়, ভাব, সাধনাদির

পুনঃ পুনঃ অনুশীলন কর্ত্তব্য। যুক্তাহার,বিহার, চেষ্টা,সৎসঙ্গ,শাস্ত্রাভ্যাস, একাদশী, রামনবমী, বামনদ্বাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে ব্রতোপবাসাদি অনুকূল বিষয়। কেবল অনুকূল মাত্রই নহে পরন্তু সাক্ষাৎ হরিভক্তিপ্রদ।

--ঃ০ঃ--

২২। প্রাতিকূল্যানি পরিবর্জ্জনীয়ানি।

স্বরূপ সাধনের অন্তরায় কারক বিরোধী, বৈরি বা বৈধি ভাবসঙ্গাদি সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জনীয়। অনিয়মিত আহার, বিহার, আলস্য, অসাবধানতা, অনধ্যায়ন, কর্ম্ম, জ্ঞান, অসৎসঙ্গ, তর্ক, সংশয়, তপো, যোগাদি প্রতিকূল বিষয়। আনুকূল্য বিষয়াদি যথেষ্ট স্বীকার করিলেও প্রতিকূল বিষয়াদি ত্যাগ না করিলে সাধনে সিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়। অতএব প্রতিকূল ভাবাদি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। প্রতিকূল ভাবাদিই অনর্থ বাচ্য। তাহা পরমার্থঘাতক।

প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনে ভাবের বিশুদ্ধি।
আনুকূল্য সমাধানে ভাবের প্রসিদ্ধি।।

--ঃ০ঃ--

২৩। অভয়ন্তু শরণাগতিনোপদেশাৎ।

অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করিলেও স্বরূপের সাধন বিষয়ে অভয় লাভ কিন্তু ভগবানে সম্পূর্ণ শরণাগতি দ্বারাই সম্ভব ইহা সৎশাস্ত্র ও মহাজন উপদেশ হইতে অবগত হওয়া যায়।

যতদিন এসব অনর্থ নাহি ছাড়ে।
ততদিন ভক্তি লতা কভু নাহি বাড়ে।।
প্রতিকূল থাকিতে নহে সিদ্ধির বিজয়।
প্রতিকূল ত্যাগে ভাব শুদ্ধির উদয়।।

প্রতিকূল ত্যাগ তটস্থলক্ষণ। চৈতন্যচরিতে-

তটস্থলক্ষণে উপজয় প্রেমধন।

অতএব প্রেমলিপ্সু পক্ষে ভজনে প্রাতিকূল্যবর্জ্জন রূপ তটস্থলক্ষণ

বরণীয়।

--ঃ০ঃ--

২৪। ততঃ পরেশানুভবঃ প্রবাহোপরমশ্চ সংসৃতেঃ।

সেই ভগবানে শরণাগতি হইতেই ভক্তি, ভগবদনুভব, সংসার প্রবাহের বিরাম, স্বরূপে সম্পূর্ণ স্থিতি ও নিত্যসেবাদি সংপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানা ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।

মর্ত্ত্যজীব যখন সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করতঃ আমাতে নিবেদিতাত্মা হইয়া আমারাই অভিলষিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তখনই সে অমৃতত্ব প্রাপ্তি করতঃ মৎসদৃশ ঐশ্বর্য্য মহত্বাদি লাভে যোগ্য হইয়া থাকে।

অন্যত্র--

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুধপায়োঽনুঘাসম্।।

যথা খাদ্য গ্রহণের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধার নিবৃত্তি, মনের তুষ্টি এবং দেহের পুষ্টি সাধিত হয় তদ্রূপ শরণাগতে এককালেই ভগবানে ভক্তি, ভগবদনুভব এবং প্রাকৃত বিষয়ে সংসার ধর্ম্মে বিরক্তি উদিত হয়।

--ঃ০ঃ--

২৫। মন্ত্রান্মূর্ত্তোঽগ্নিবৎ।

ঘর্ষণযোগে কাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রকাশের ন্যায় মন্ত্র হইতেই মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। ভাগবতে বলেন, অমূর্ত্ত্যং মন্ত্রমূর্ত্তিকম্। ভগবান অমূর্ত্ত্য অর্থাৎ প্রাকৃত মূর্ত্তিরহিত হইয়াও মন্ত্র মূর্ত্তিময়। ভগবান মন্ত্র হইতেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া থাকেন। যেহেতু ভগববান্ শব্দগোচরঃ।

--ঃ০ঃ--

২৬। অপ্রসিদ্ধস্য সিদ্ধোপদেশোঽন্ধবৎ।

যিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন নাই তাহার গুরু অভিমানে সিদ্ধ উপদেশ অন্ধের ন্যায় বৃথা চেষ্টা মাত্র। অন্ধ নিজে পথ দেখিতে পারে না, তাহার নেতৃত্ব নিশ্চয়ই বাতুলতা বা ধৃষ্টতা মাত্র। তদ্রূপ যাহার ধন নাই তাহার ধনদাতৃত্ব অসিদ্ধ ব্যাপার। এইরূপ আচার শাস্ত্র লোক প্রসিদ্ধ নহে। মহাপ্রভুর উপদেশ--

জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।

যে সার্থক তাহারই অর্থদাতৃত্ব প্রসিদ্ধ। অর্থস্বার্থবশে অজ্ঞজনগণের প্রতারণামূলে ব্যাবহারিক মন্ত্রজীবী গুরুদের গুরুকার্য্য অন্ধের নেতৃত্ববৎ বাতুলতা মাত্র।

--:০:--

২৭। সিদ্ধাৎসিদ্ধির্মণিবৎ।

পরন্তু ভজন সিদ্ধ মহাত্মার সঙ্গেই শুদ্ধ সিদ্ধির উদয় হয়। যেমন স্পর্শমণির সংসর্গে লৌহও স্বর্ণে পরিণত হয়।

কৃষ্ণভক্ত স্পর্শমণি দুষ্টে করে শিষ্টাগ্রণী
প্রহ্লাদ সংসর্গে ভক্ত হৈল দৈত্যগণ।

সিদ্ধ নারদ সঙ্গে মহাপাপী ব্যাধ মহাভাগবত হয়। নামসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীহরিদাসের সঙ্গে পাপিনী বারবণিতা লক্ষহীরা পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন। লোকেও দেখা যায় বিদ্বান্ হইতেই বিদ্যাসিদ্ধি হইয়া থাকে। সিদ্ধ গোপকুমারের সঙ্গ ও কৃপা ফলে জনশর্ম্মা প্রেমসিদ্ধি লাভ করেন।

--:০:--

২৮। সংসরন্তি মুগ্ধাঃ পরন্তু রসন্তি সিদ্ধাঃ।

স্বরূপবিস্মৃত মায়ামুগ্ধগণই সংসারে পরিভ্রমণ করেন পরন্তু ভক্তিসিদ্ধগণ নিরন্তর ভগবৎপ্রেমরস আস্বাদন তৎপর।

মায়ামুগ্ধ নানা যোনি করয়ে ভ্রমণ।
জন্মমৃত্যুমালা গলে পরে অনুক্ষণ।।

সংসারবাসনামুক্ত ভক্তিসিদ্ধগণ।
নিরন্তর প্রেমরস করে আস্বাদন।।

শ্রীমহাদেব বলেন,

ত্বন্মায়াচরিতে লোকে বস্তু বুদ্ধ্যা গৃহাদিষু।
ভ্রমন্তি কামলোভের্ষামোহবিভ্রান্তচেতসঃ।।

ভগবন্! কাম ক্রোধ লোভ মোহ ঈর্ষাদি দ্বারা বিভ্রান্তচিত্তগণ প্রাকৃত গৃহাদিতে বস্তুবুদ্ধিক্রমে আপনার মায়া চরিত লোকে ভ্রমণ করিতেছে।

পরন্তু-- **ভক্তসঙ্গেন গোবিন্দ ত্বৎপদাম্বুরুহাসবম্।**
পিবন্তি প্রেমিকাস্তে বৈ মুক্তসংসারবন্ধনাঃ।।

হে গোবিন্দ! সংসারবাসনামুক্ত আপনার প্রেমিকগণ ভক্তসঙ্গে নিশ্চিন্তমনে সর্ব্বদা আপনার পাদপদ্মের আসব পান করেন।

--:০:--

২৯। অনাবৃত্তিরূপদেশাৎ।

স্বরূপসিদ্ধগণ বদ্ধজীবের ন্যায় সংসারে গতাগতি করেন না তাহা শাস্ত্র উপদেশ হইতে জানা যায়। এক কথায় স্বরূপের সিদ্ধি হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। বেদান্তও বলেন, **অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।** গীতায় কৃষ্ণ বলেন, **জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং â^ çâ[ýw øTõãa ď* TõN ç âVce Y ĘL Ŋ½éX×Tö] ç̃ã] ×Töàa র্জ্জুন।।**

হে অর্জ্জুন! যিনি ভক্তি সিদ্ধিক্রমে আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত জানিতে পারেন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। হে কৌন্তেয়! হেপার্থ! আমাকে প্রাপ্তের আর পুনর্জন্ম হয় না।

শাণ্ডিল্য বলেন, **জন্মকর্ম্মবিদশ্চাজন্ম শব্দাৎ** অর্থাৎ ভগবানের জন্মকর্ম্মের অপ্রাকৃতত্ব অনুভবকারী মুক্তের আর জন্ম কর্ম্মাদি থাকে না। ভাগবতে--

শৃন্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।

ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে।।

দেবগণ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার মঙ্গলময় নাম রূপ গুণাবলী শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ও চিন্তন করিতে করিতে আপনাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি পুনর্জন্মযোগ্য হয় না অর্থাৎ তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁশান্তিঃ

--ঃ○ঃ--

সিন্ধুবসুগ্রহেন্দৌ চ নন্দে সনাতনাশ্রমে।
স্বরূপসূত্রগ্রন্থোঽয়ং মাধবে পূর্ণতাং গতঃ।।

১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে নন্দগ্রামস্থ শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীরে বৈশাখমাসে এই স্বরূপসূত্র গ্রন্থখানি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

তদীয়মিতি গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।
তেন মে ত্বৎপদাম্ভোজে ভক্তিঃ স্যাদনপায়িনী।।

হে গোবিন্দ! স্বরূপসূত্রং আপনারই কৃপা প্রসূত। ইহা আপনাকেই সমর্পণ করিলাম। এতদ্দ্বারা আপনার পাদপদ্মে অবিনাশিনী ভক্তিযোগ সিদ্ধ হউক।

স্বরূপসূত্রং খলু রাধিকেশ তবৈব তুষ্টিং বিদধাতু নিত্যম্।
স্বরূপতত্ত্বাবগতিং বিধায় মৎপ্রাণনাথো ভব দীনবন্ধো।।

হে রাধিকেশ! এই স্বরূপসূত্রং নিত্যকাল আপনার সন্তুষ্টি বিধান করুক। হে দীনবন্ধো! স্বরূপতত্ত্বের অবগতি ও সিদ্ধি বিধান করতঃ আপনি আমার প্রাণনাথ হউন।

সমাপ্তমিদং স্বরূপসূত্রম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভগবত্তত্ত্বকৌমুদী

❀শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম❀পরিক্রমামার্গ❀রাধাকুণ্ড❀

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশনীতিথি-
শ্রীশ্রীঝূলনপূর্ণিমা-২০১১

শ্রীগ্রন্থসত্ত্বং সংরক্ষিতমেব

---ঃ প্রাপ্তিস্থানম্ ঃ---

১। শ্রীরূপানুগসেবাশ্রম
পরিক্রমামার্গ, রাধাকুণ্ড
মথুরা, উত্তরপ্রদেশ
ফোন--০৯৪১২৫৭৬৭৩৫
০৯৪১১০৬৫০৭৬

২। শ্রীভক্তিকুসুম গৌড়ীয় মঠ
(শ্রীধরবিদ্যানিকেতন)
বৃন্দাবন ,মথুরা উত্তরপ্রদেশ
ফোন--০৯৮৯৭৪৩৮০৮৪

৩। শ্রীগোপালকুঞ্জ
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড,আনোর
গোবর্দ্ধন,মথুরা,উত্তরপ্রদেশ
---ঃ০ঃ---

মথুরা মসানি পঞ্চবটীস্থিত নবজ্যোতি মুদ্রাযন্ত্রতঃ মুদ্রিতঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভগবত্তত্ত্বকৌমুদী

জীয়াৎসম্বন্ধসন্ধানী ভগবত্তত্ত্বকৌমুদী।
যদেবাশ্রয়মাত্রেণ ভক্তিঃ স্যান্মাধবে সতী।।

যঃ সচ্চিদানন্দতনুর্মহান্ বৈ
যঃ সচ্চিদানন্দবিলাসধাম।
যঃ সচ্চিদানন্দরসৈকবেদ্য
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগ .পদার্থম্।।১

যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মহাপ্রভু, যিনি সচ্চিদানন্দবিলাসের ধাম, যিনি সচ্চিদানন্দ ভক্তিরসেই একমাত্র বেদ্য ,তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১

একোঽপি সর্ব্বত্রবিরাজমানঃ
সর্ব্বাবতারোদ্ভবকেলিশীলঃ।
ভাবানুরূপপ্রতিমা প্রকাশ
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২

যিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও সর্ব্বত্র বিরাজমান, যিনি সর্ব্ব অবতারের প্রকটকারী কেলি শীলবান, যিনি ভক্তদের ভাব অনুরূপ মূর্ত্তি প্রকাশকারী, তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২

ব্রহ্মাঙ্গকান্তিঃ খলু জ্ঞানগম্যো
হ্যংশঃ পরাত্মা স চ যোগবেদ্যঃ।
সম্পূর্ণতত্ত্বং কিল ভক্তিসাধ্যং
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৩

উপনিষৎ কথিত জ্ঞানগম্য ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, যোগবেদ্য পরমাত্মা যাঁহার অংশ স্বরূপ এবং যিনি ভক্তিসাধ্য সম্পূর্ণতত্ত্ব স্বয়ং কৃষ্ণ, তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩

জ্ঞানং যদদ্বৈততয়া প্রসিদ্ধ
মখণ্ডরূপেণ ভূতেষু ভান্তম্।
যস্যৈক ভাসেব বিভাসিতাদ্ধা
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৪

যে জ্ঞান অদ্বৈতরূপে প্রসিদ্ধ এবং অখণ্ড রূপে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, যাঁহার অঙ্গকান্তি দ্বারা সকলই প্রকাশিত তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৪

সর্ব্বাত্মকঃ সর্ব্বজনাধিবাসঃ
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্ববিধানবিজ্ঞঃ।
সর্ব্বাদিবন্দ্যঃ সকলাধিসাক্ষী
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৫

যিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বজনের অন্তর্যামীরূপে বাস করেন, যিনি সর্ব্বেশ্বর, সকল বিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ, যিনি সকলেরই আদি ও বন্দ্য তথা সকলের সাক্ষী তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৫

যো জ্ঞানবিজ্ঞানঘনো বিশুদ্ধো
ভূতান্তর্বাসোঽপি তু মুক্তমায়ঃ।
মায়া হি যস্য প্রকৃতির্বহির্বৈ
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৬

যিনি সান্দ্র জ্ঞানবিজ্ঞানময় বিশুদ্ধসত্ব, প্রাণীদের অন্তরে বাস করিলেও কিন্তু যিনি মায়ামুক্ত, মায়া যাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৬

মহদ্‌গুণাব্ধিঃ খলু দোষমুক্তো
দোষাঽপি যস্মিন্ গুণবদ্বিভান্তি।
বিভুঃ প্রভুর্বৈ র্জগতাং মুকুন্দ
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৭

যিনি মহদ্‌গুণের সাগর অথচ সকল প্রকার দোষমুক্ত, অহো দোষসমূহ যাঁহাতে গুণের ন্যায় শোভা পায়, যিনি বিভু প্রভু এবং জগতের মুক্তিদাতা তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৭

অতীন্দ্রিয়ো ভক্তিরসৈকসেব্যঃ
সমস্তবৈষম্যসমাধিপীঠম্।
সর্ব্বস্য শাস্তা ন হি যস্য শাস্তা
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৮

যিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগম্য অথচ একমাত্র ভক্তিরসেই সেব্য, যিনি সমস্ত বৈষম্যের সমাধি পীঠ স্বরূপ, যিনি সকলের শাসনকর্ত্তা পরন্তু যাঁহার কেহ শাসক নাই তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৮

সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্বশক্তিঃ
সর্ব্বার্থকৃৎ সর্ব্বরসোপপত্তিঃ।
সর্ব্বস্য যোনিঃ সকলর্দ্ধিপাল
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৯

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বশক্তিমান, যিনি সকল প্রয়োজন সম্পাদক ও সর্ব্বরসের সমাশ্রয়, যিনি সকলের কারণ ও সকল সিদ্ধির পালক তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৯

যন্নাং ভগানাং পরমাশ্রয়ো বৈ
সুখস্য চৈকান্তরসস্য সিন্ধুঃ।
সর্ব্বস্য গোপ্তা গুণগন্ধভোক্তা
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১০

যিনি ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যের পরমাশ্রয়, অনন্ত সুখ ও একান্ত রসের সাগর, যিনি অন্তর্যামীসূত্রে প্রাকৃত গুণগন্ধ ভোক্তা তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১০ ভুঙক্তে গুণান্ ষোড়শষোড়শাত্মকঃ সোঽলঙ্কৃষিষ্টাখিলবিদ্বচাংসি মে। ভাঃ

স্বরাট্‌বিরাট্ প্রাভববৈভবিষ্ণুঃ
সত্যামৃতোপাত্তসমস্তধর্ম্মঃ।
নিত্যো নিরস্তাখিলবিশ্বমায়
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১১

যিনি স্বরাট্, বিরাট্, প্রাভব, বৈভবের অধীশ্বর তথা সত্য অমৃত ও সর্ব্বধর্ম্ম সংপ্রাপ্ত, যিনি নিত্য ও অখিল বিশ্বমায়া মুক্ত তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১১

ভক্ত্যাধিগম্যাখিলসৌভগাঢ্যঃ
সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবিলাসকন্দঃ।
সর্ব্বাধিবাসাতুলসৌখ্যশীল
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১২

যিনি একমাত্র ভক্তিযোগেই অনুভূত ও লভ্য, যিনি সমস্ত সৌভাগ্যসম্পন্ন, যিনি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিলাসের কন্দ স্বরূপ, যিনি সকলের চিত্তনিবাসী ও অতুল আনন্দশীল তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১২

সর্ব্বস্যসেব্যঃ প্রিয়কৃৎ পরেশো
হ্যনামবর্ণো বহুধাভিবর্ণ্যঃ।
গুরুর্গতির্লোকচরাচরস্য
তমেব বিদ্যদ্ভগবৎপদার্থম্।।১৩

যিনি সকলেরই সেব্য প্রভু, প্রিয়কারী ও পরমেশ্বর, যিনি প্রাকৃত নামরূপাদি রহিত হইয়াও বহু রূপে বেদে বর্ণিত , যিনি এই চরাচর লোকের জ্ঞানদাতা গুরু ও গতি স্বরূপ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১৩

স্বেচ্ছাময়ো ধর্ম্মময়ো বিমায়ঃ
সর্ব্বান্বয়ঃ সর্ব্বজনানুরূপী।
সর্ব্বস্য জন্মস্থিতিভঙ্গহেতু
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১৪

যিনি স্বেচ্ছাময় ধর্ম্মময় এবং মায়ামুক্ত, যিনি সর্ব্বান্বয় স্বরূপ এবং সর্ব্বজনের অনুরূপী, সকলের জন্মস্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১৪

সর্ব্বস্য ভোক্তা ন হি যস্য ভোক্তা
সর্ব্বস্য ধাতা ন হি যস্য রাতা।
সর্ব্বস্য মাতা ন হি যস্য পাতা
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১৫

যিনি সকলেরই ভোক্তা কিন্তু যাঁহার কেহ ভোক্তা নাই, যিনি

সকলেরই বিধাতা কিন্তু যাঁহার কেহ রক্ষক নাই, যিনি সকলেরই মাতা পরিমাপক কিন্তু যাঁহার কেহ পালক নাই তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১৫

ন যস্য কান্তঃ প্রিয়কৃদ্বরেণ্যো
ন চাস্তি শত্রুর্জগতি প্রতীপঃ।
লীলাময়ঃ কেবলভক্তিবশ্য
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১৬

যাঁহার কেহ কান্ত, প্রিয়কারী ও বরেণ্য নাই, যাঁহার জগতে কেহ শত্রু বা বিরোধী নাই, যিনি লীলাময় কেবল ভক্তিবশ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১৬

সমস্তযোগৈকগতির্গরিষ্ঠঃ
সমস্তভোগৈকপতিঃ প্রথিষ্ঠঃ।
সমস্তভাবৈকনিধির্ম্মহিষ্ঠ
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১৭

যিনি সকল প্রকার যোগের একমাত্র গতি এবং গুরুস্বরূপ, যিনি সকল ভোগের একমাত্র পতি ও জগৎ প্রসিদ্ধ, যিনি সকল ভাবেরই একমাত্র নিধি ও মহামহিম, মহামান্য তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১৭

বিনাশশূন্যশ্চ বিলাসপূর্ণঃ
সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ।
সর্ব্বত্রগঃ সর্ব্বজনানুবর্ত্তী
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১৮

যিনি বিনাশশূন্য অর্থাৎ অবিনাশী এবং নিত্যকাল বিলাসপূর্ণ, যিনি সংসারের বন্ধন স্থিতি ও মুক্তির কারণ, যিনি সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বজনের অন্তরে বিদ্যমান তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১৮

সমস্তকামাখিলকীর্ত্তিরামঃ
সমস্তধামোর্জ্জিতবিশ্বনাম।
সমস্তবিদ্যাময়শুদ্ধধাম

তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।১৯

যিনি সর্ব্বকাম প্রেম ধাম, অখিল কীর্ত্তি বিলাসী, যিনি সর্ব্বধাম দ্বারা বর্দ্ধিত বিশ্বনামা, যিনি সকল বিদ্যাময় শুদ্ধধাম স্বরূপ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।১৯

যো নির্গুণোঽপ্যদ্ভুতগৌণসিন্ধু
রুরূপবানপ্যবিভক্তরূপঃ।
বিশেষহীনোঽপ্যধিশেষশায়ী
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২০

যিনি তত্ত্বতঃ নির্গুণ হইয়াও অদ্ভুত গুণের সাগর, যিনি প্রাকৃত রূপহীন হইয়াও অবিভক্ত অখণ্ড রূপের আধার, যিনি প্রাকৃত বিশেষ রহিত হইয়াও অপ্রাকৃত বিশেষ নায়ক শেষশায়ী স্বরূপ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২০

সতাং পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রধানো
মায়াপতির্বেদপতির্মহান্তঃ।
ভুবঃ পতিঃ সিদ্ধিপতিঃ প্রসিদ্ধ
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২১

যিনি তদেকপ্রাণ সাধুদের পতি পালক, যিনি যজ্ঞপতি, যিনি জগৎকার্য্যাদির সন্নিধানে প্রধান, যিনি মায়ার পতি নিয়ন্তা, বেদপতি ও মহান্ত, যিনি পৃথিবীপতি সিদ্ধিপতি রূপে প্রসিদ্ধ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২১

সতাং প্রত্যক্ষোঽপ্যসতামধোক্ষ
শ্চাত্মবিদাং জ্ঞানবতাং পরোক্ষঃ।
যো যোগিনাং খল্বপরোক্ষতাঢ্য
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২২

যিনি ভক্তিপ্রাণ সাধুদের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ দৃশ্যময় হইয়াও অসাধুদের পক্ষে অধোক্ষজ স্বরূপ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, আত্মবিদ্ জ্ঞানীদের নিকট পরোক্ষ স্বরূপ। অপিচ যিনি যোগীদের নিকট অপরোক্ষতা সম্পন্ন তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২২

স্বেচ্ছাগতির্যোগগতির্গণেশো
বিদ্যাগতির্মন্ত্রগতির্মুনীড্যঃ।
ক্রিয়াগতিঃ কালগতির্বরেশ
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২৩

যিনি স্বেচ্ছাগতি শীল, সকল যোগেরই গতি ও গণাধীশ, যিনি বিদ্যার গতি স্বরূপ অর্থাৎ বিদ্যাবধুর জীবন, যিনি মন্ত্রের একমাত্র গতি ও মন্ত্রদ্রষ্টা মুনিগণের স্তবনীয়, যিনি বৈদিক ক্রিয়াদিরও গতি তথা কালের গতি এবং বরদরাজ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২৩ অনুরূপ ভাগবতে--বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেব পরাক্রিয়াঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ নদীদের পতি সমুদ্রের ন্যায় যোগাদি সমস্তেরই পতি ও গতি স্বরূপ সেই ভগবান।

মায়াবিমুক্তো গুণমায়িকেশো
জন্মাদিহীনো বহুজন্মলীলঃ।
স্বভাবসিদ্ধঃ পরিপূর্ণকাম
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২৪

যিনি মায়া তথা মায়াগুণ ছলনা কপটতা বঞ্চনাদি পরিমুক্ত অর্থাৎ নিরস্তকুহক বা প্রোজ্ঝিত কৈতব হইয়াও জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে গুণময়ী মায়ার ঈক্ষণ কর্ত্তা, বদ্ধজীবের ন্যায় প্রাকৃত জন্মাদি রহিত হইয়াও জগৎপালনার্থে বহু অবতার লীলাপরায়ণ, (অজায়মানো বহুধাভিজায়তে) যিনি নিত্য স্বভাব সিদ্ধ এবং পূর্ণকাম যেহেতু আত্মারাম তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২৪

সদাসমোর্দ্ধো বিভুরাদিদেবঃ
স্বতঃ সমর্থো নিরপেক্ষদক্ষঃ।
স্বতন্ত্রকেলিপ্রভুতাসমৃদ্ধ
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২৫

যিনি সর্ব্বদাই অসমোর্দ্ধতত্ত্ব অর্থাৎ যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ট কেহ নাই, যিনি বিভু হইয়াও আদিদেব, যিনি জগৎকর্ত্তৃত্বে স্বতঃ সমর্থ (জন্মাদ্যস্য যতঃ)

নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্য অবলম্বনহীন অর্থাৎ স্বাবলম্বী তথা অন্যের অকার্য্যও শীঘ্র করণে দক্ষ, যিনি স্বতন্ত্রলীলাবিলাস প্রভুত্বে মহাসমৃদ্ধ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২৫

ন যস্য সাধ্যঃ প্রভুরস্তি লোকে
ন প্রার্থনীয়ো ন চ পূজনীয়ঃ।
অলৌকিকো লোকবদস্য কর্ত্তা
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২৬

ইহলোকে যাঁহার সাধ্য বা আরাধ্য কেহ নাই অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সাধ্য স্বরূপ তথা যাঁহার কেহ প্রভু বা পূজ্যও নাই, যাঁহার কিছু প্রার্থনীয়ও নাই, যিনি অলৌকিক হইয়াও লোকবৎ জগতের কর্ত্তা (লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্) তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২৬

ন যস্য লোকে সুহৃদর্য্যুপাস্যঃ
প্রিয়াপ্রিয়েড্যপ্রতিমান্যনিন্দ্যঃ।
ভাবানুরূপপ্রতিভাতি নিত্যং
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২৭

ইহ জগতে যাঁহার কেহ বন্ধু, শত্রু, উপাস্য, প্রিয় বা অপ্রিয়, বন্দ্য, পূজ্য বা নিন্দ্য নাই, যিনি নিত্যকাল ভাব অনুরূপই প্রকাশশীল তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২৭

স্বতঃ প্রকাশো ন হি সাধ্যএব
সেবোন্মুখে চ ব্যভিকাশ্যতে স্বাম্।
ন তর্কযুক্তিপ্রতিভানুমেয়
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২৮

যিনি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ অন্যের প্রকাশ্য নহেন বলিয়া অসাধ্য পরন্তু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়াদিতে নিজকে ব্যক্ত করেন, যিনি যুক্তিতর্ক বা প্রতিভাদির দ্বারা অনুমিত নহেন তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২৮ যথা--সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ। অতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।।২৮

সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মো মহতো মহীষ্ঠোঽ-
বিচিন্ত্যশক্তির্হ্যনুভাবলিঙ্গঃ।
সেবারতিপ্রেমবশো বিসঙ্গ
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।২৯

যিনি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অথচ মহৎ হইতেও মহীষ্ঠ, অচিন্ত্য শক্তিময়, এবং অনুভবগম্য। যিনি সেবা রতি ও প্রেমবশ হইয়াও বিসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি শূন্য তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।২৯

ন জ্ঞানসাধ্যো ন চ যোগসিদ্ধো
ন সাংখ্যধর্ম্মাদিভিরপ্যুপাস্যঃ।
আসঙ্গভক্ত্যৈব হি সেব্যমান
স্তমেব বিদ্যাদ্ভ ৎপদার্থম্।।৩০

যিনি জ্ঞানসাধ্য নহেন বা যোগ সিদ্ধও নহেন অথবা সাংখ্যাদি ধর্ম্মেরও উপাস্য নহেন কিন্তু কেবল মাত্র আসঙ্গভক্তি দ্বারাই সেব্যমান তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।৩০ আসঙ্গভক্তি--অবিমিশ্রা উত্তমাভক্তি।

মহাবদান্যো জগতাং বরেণ্যো
ব্রহ্মণ্যবাৎসল্যবিনোদকন্দঃ।
যস্যাবিরাসীচ্চরণাঙ্ঘ্রি গঙ্গা
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৩১

যিনি দানবীরদের মধ্যে অন্যতম, জগতে বরেণ্য, ব্রাহ্মণের হিতকারী ও ভক্তবাৎসল্য সুখের নিদান। যাঁহার বামচরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতেই পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী আবির্ভুতা তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩১

যো যোগমায়াপতিরেকতন্ত্রো
যদ্দৃষ্টিপাতেন সৃজত্যজোঽয়ম্।
যস্যানুরূপাকৃতিসাধিমায়া
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৩২

যিনি লীলাশক্তি যোগমায়ার পতি এবং একতন্ত্র, যাঁহার দৃষ্টিপাত হইতেই ব্রহ্মা কর্ম্মতন্ত্রে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। মায়া যাঁহার আজ্ঞানুরূপ চেষ্টাদি পরায়ণা তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩২

অকর্ম্মবর্ণাশ্রমজাতিসিদ্ধ
শ্চাচিন্ত্যমায়াবলবৈভবেশঃ।
সবর্ণযোনির্বত বিশ্বনাভ
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৩৩

যিনি কোন কর্ম্ম বর্ণ আশ্রম তথা জাতি সিদ্ধ নহেন অর্থাৎ যাঁহার কোন কর্ম্ম জনিত বর্ণাশ্রম জাতি বিচার নাই। যিনি অচিন্ত্য যোগমায়া বল বৈভবের অধিপতি, যিনি নিজেই নিজের কারণ অহো এই বিশ্ব যাঁহার নাভিতে বিদ্যমান তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩৩

দেবাঽঙ্গজাঃ স্বর্গবিলাসিনো য
ন্নিঃশ্বাসজাতা নিগমাঃসমস্তাৎ।
নানাবতারাকৃতিকেলিনেতা
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৩৪

বিলাসী স্বর্গীয় দেবগণ যাঁহার বিরাট্ স্বরূপের অঙ্গ হইতে জাত, যাঁহার নিঃশ্বাস হইতে বেদাদি শাস্ত্র নির্গত হয়। যিনি নানা অবতারে নানা রূপ গুণ লীলাদির অভিনেতাতাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩৪

অধর্ম্মকালঃ সুরধর্ম্মপালো
বিশ্বাশ্রিতানাং বহিরন্তরস্থঃ।
সুদর্শনেশঃ শুভশন্বিধাতা
তমেব বিদ্যাভ্ভগবৎপদার্থম্।।৩৫

যিনি অধর্ম্মপক্ষে কাল যম স্বরূপ পরন্তু সুর এবং দিব্যসুরীদের ধর্ম্মপালক, যিনি বিশ্বস্থিত সকল চরাচরের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, যিনি দৈত্যবিনাশী সুদর্শনের প্রভু অথবা সুদর্শনদের অধিপতি ও জীবের শুভ সুখ বিধাতা তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩৫

শুভাশুভৌ কস্যচিদন্বপাস্তি
র্ন পাপপূন্যৌ চ কদাচিদত্তি।
পরং স্বকর্ম্মৌচিতমাতনোতি
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৩৬

যিনি কাহারও কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভাগী নহেন, যিনি কখনও

কাহারো পাপপূন্য ভোগ করেন না, পরন্তু জীবের নিজ নিজ কর্ম্মের উচিত ফলাদির বিধানকর্ত্তা তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩৬

বিশ্বাদিমধ্যান্তবিলাসবৃদ্ধঃ
সদেকরূপো বহুরূপভৃচ্চ।
ত্রিকালসত্যস্ত্রিগতিস্ত্রিনেত্র
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৩৭

যিনি বিশ্বের আদি মধ্য ও অন্ত বিলাসে প্রধান, সর্ব্বদা একরূপ হইয়াও লীলাক্রমে বহুরূপভাজী, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান রূপ ত্রিকালেই সত্য, ত্রিগতি অর্থাৎ ত্রিবিধ গতি ও ত্রিধামের নেতা তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩৭

ত্রিধাম-হরিধাম, মহেশধাম ও দেবীধাম, ত্রিগতি-দেবাসুরনরদের গতি।

বিচিত্রবীর্য্যশ্চ বিচিত্রকর্ম্মা
বিচিত্রভাবশ্চ বিচিত্রধর্ম্মা।
বিচিত্রশক্তিশ্চ বিচিত্রকীর্ত্তি
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৩৮

যিনি বিচিত্র বীর্য্যবান, বিচিত্র কর্ম্মকর্ত্তা ,বিচিত্র ভাব বিভাবিত, বিচিত্র ধর্ম্মধাম, বিচিত্রশক্তিযুক্ত এবং বিচিত্র কীর্ত্তি কদম্ব স্বরূপ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩৮

কর্ম্মাশ্রিতানাং জনিদুঃখহেতু
র্ধর্ম্মাশ্রিতানাং শুভসর্গসেতুঃ।
পাপাশ্রিতানাং যমধুমকেতু
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৩৯

যিনি কর্ম্মাশ্রিত ভোগীদের জন্মদুঃখকারণ, যিনি ধর্ম্মাশ্রিত ভক্তদের শুভ স্বর্গের সেতুস্বরূপ আর যিনি পাপাশ্রিত অধার্ম্মিকদের পক্ষে যম কালাগ্নি স্বরূপ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৩৯

সদাশ্রয়ানামপবর্গদাতা
কদাশ্রয়ানান্তু পবর্গধাতা।
নিরাশ্রয়ানামুপসর্গঘাতা

তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্। ।৪০

যিনি সাধুমার্গীয়দের অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষদাতা, যিনি অসাধুমার্গীদের পবর্গবিধাতা পরন্তু নিরাশ্রয়ীদের উপসর্গ অর্থাৎ দুঃখতাপাদি বিনাশী তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।। পবর্গঃ- প-পরাজয়, ফ-ফেনিলবদনত্ব, ব-বন্দন, ভ-ভয় ও ম-মৃত্যু। অপবর্গ ইহার বিপরীত অর্থাৎ অপরাজয়, অফেনিলবক্ত্রত্ব, অবন্ধন, অভয় এবং অমৃত।

বেদজ্ঞবেদাশ্রয়বেদযোনি
স্তত্ত্বজ্ঞতত্ত্বান্বয়তত্ত্বমূর্ত্তিঃ।
বিশ্বজ্ঞবিশ্বেশ্বরবিশ্বকায়
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্। ।৪১

যিনি বেদজ্ঞ, বেদের আশ্রয় এবং বেদের কারণ স্বরূপ। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বাশ্রয়, তত্ত্বমূর্ত্তি। যিনি বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বরূপী তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন। ।৪১

সর্ব্বাধিপো যস্য ন চাধিপোঽস্তি
সর্ব্বাদিজো যস্য ন চাদিবেত্তা।
সর্ব্বান্তদৃগ্ যস্য ন চান্তগামী
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্। ।৪২

যিনি চরাচর সমস্তের অধিপতি অথচ যাঁহার কেহ অধিপতি নাই, যিনি সমস্তের আদিতে অবস্থিত পরন্তু যাঁহার আদি বেত্তা অর্থাৎ জন্মবেত্তা কেহ নাই অর্থাৎ যাঁহার আদিত্ব কেহই জানেন না। যিনি সকলের অন্তর্যামী কিন্তু যাঁহার কেহ অন্তর্যামী নাই তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন। ।৪২

অশেষশেষাশ্রয় কেশসেব্য
স্ত্বনাদিরাদির্জগতামনন্তঃ।
বাৎসল্যবৃন্দাবনানন্দপুত্র
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্। ।৪৩

যাঁহার শেষ অর্থাৎ সীমা নাই, যিনি অনন্তশেষের আশ্রয়

অথবা শেষাশ্রয় ও ব্রহ্মার সেব্য, যিনি জগতের আদি ও অনাদি তত্ত্ব অনন্ত সংজ্ঞক, যিনি বাৎসল্য বৃন্দাবন শ্রীনন্দরাজের পুত্র তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন। ।৪৩

সুহৃৎসুরাণামসুরান্তকারী
যুগেযুগে ধর্ম্মবিধানকর্ত্তা।
অজন্মজন্মাদিবিকারমুক্ত
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্। ।৪৪

যিনি দেবগণের সুহৃৎ ও অসুরগণের বিনাশকারী, যিনি প্রতিযুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, যাঁহার জন্ম ও জন্ম জনিত বিকারাদি কিছুই নাই তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন। ।৪৪

অখণ্ড্যখণ্ড্যেব চরাচরস্থোঽ-
প্যমর্ত্ত্যমর্ত্ত্যে তু বিলাসপূর্ণঃ।
অমূর্ত্ত্যমূর্ত্ত্যপ্রকৃতিপ্রভুর্ম
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্। ।৪৫

যিনি অখণ্ড স্বরূপ হইয়াও জীবখণ্ডে অন্তর্যামীরূপে চরাচরে অবস্থিত, অমৃত হইয়াও মৃত্যুলোকে বিলাসপূর্ণ। যে প্রভু মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বভাবী তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন। ।৪৫

অমধ্যমধ্যস্থ পরাৎপরেশো
হ্যলোকলোকান্তরবর্ত্তিহৃৎস্থঃ।
অকামকামান্তককামকাম্য
স্তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্। ।৪৬

যাঁহার মধ্য ভাব নাই অথচ সকলের মধ্যে অবস্থিত, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বর, যিনি অলোকসামান্য ভগবত্তার অধিপতি হইয়াও লোকান্তরবর্ত্তী জনগণের হৃদয়স্থিত, যিনি অকাম অর্থাৎ কামনামুক্ত, কামধবংসকারী ও কামেরও কাম্য তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন। ।৪৬

অচিন্ত্যচিন্তামণিপৌরুষেশো
হ্যনুর্মহাত্মামৃতমৃত্যুপাদঃ।
অগম্যদিব্যাগমবাদগম্য

তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৪৭

যিনি তত্ত্বতঃ অচিন্ত্য চিন্তামণি শক্তির অধীশ্বর, যুগপৎ অনুত্ব ও মহত্ত্ব, অমৃত তথা মৃত্যুর আশ্রয়। যিনি যোগাদি সাধনে অগম্য হইলেও দিব্য আগমবাদ অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মেই গম্য তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৪৭

অসর্গ্যসর্গেশ্বরবর্গবন্দ্য
ত্রিকালমাত্রাগুণপাদদশেশঃ।
অসঙ্গদুঃসঙ্গহরপ্রসঙ্গ
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৪৮

যিনি অসৃজ্য কিন্তু সৃষ্টি কর্ত্তা প্রজাপতিবর্গেরও বন্দনীয়চরণ, যিনি ত্রিকাল মাত্রা গুণ পাদ এবং দশার বিধানকর্ত্তা, যিনি আসক্তি শূন্য ও যাঁহার প্রসঙ্গ দুঃসঙ্গ দোষাদি হরণ করে তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন। অথবা যাঁহার প্রসঙ্গ ইতর সঙ্গ ও দুঃসঙ্গ দোষাদি হরণ করে তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৪৮

আদৌ তু বীজং তরুবচ্চ মধ্যে
চকাস্তি চান্তে ফলবত্ত্রিলিঙ্গঃ।
নিত্যং স্বধামান্তরদিব্যদান্তে
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৪৯

যে ত্রিলিঙ্গ পরমেশ জগতের আদিতে বীজরূপে, মধ্যে সম্পূর্ণ বৃক্ষের ন্যায় এবং অন্তে ফলবৎ বিরাজ করেন, পরন্তু নিত্যকাল নিজধামে লীলাপরায়ণ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৪৯

ত্রিলিঙ্গ-- ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপী।

যথা হি লোকেষু চরাচরেষু
তথৈব দিব্যে চ লসত্যনন্তঃ।
নিত্যেষু নিত্যং হ্যনৃতেষ্বনিত্যং
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৫০

যিনি অনন্ত স্বরূপে চরাচর লোকসমূহে যেমন বিরাজমান তেমনই দিব্যলোকে ও সপার্ষদে বিলাস করেন, যিনি নিত্যপদার্থে

নিত্য এবং অনিত্যে অনিত্যবৎ লীলাবিলাসী তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৫০

কর্ত্তাপ্যকর্ত্তা হরিরপ্যহর্ত্তা
দ্রষ্টাপ্যদৃশ্যো জগতাং বিশিষ্টঃ।
অনর্ঘ্যভাবান্বয়সার্ব্বভৌম
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৫১

যিনি জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, লয়কারী হইয়াও অলয়কারী, জগতের দ্রষ্টা হইয়াও অদৃশ্য বিশিষ্ট। যিনি অনর্ঘ্য ভাব সমন্বয়ের সার্ব্বভৌম স্বরূপ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৫১

জগদ্গুরুর্ভূতবিভাবনার্থং
গুর্ব্বাত্মদৈবপ্রকৃতি প্রথিষ্ঠঃ।
যস্যানুকূল্যেন্তিতর্তি সিন্ধুং
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৫২

যে জগদ্গুরু প্রাণীদের আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য বাহ্যে মহান্তগুরু ও অন্তরে চৈত্ত্যগুরু স্বভাবে প্রভাবশালী, যাঁহার আনুকূল্যে জীব সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয় তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৫২

নিজৈকরূপাংশবিলাসশক্ত্যা
বেশাবতারৈর্ভূবনান্তলীলঃ।
ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরসেব্যপাদ
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৫৩

যিনি স্বয়ং রূপ, তদেকাত্মস্বাংশ ও বিলাস তথা শক্ত্যাবেশ অবতারাদি রূপে ভুবনে লীলাপরায়ণ, যিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিদেরও সেব্যপাদ তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৫৩

যড়াবতারৈর্নরদেবতির্যগ্
রূপানুকল্পাগমসিদ্ধবাদৈঃ।
ত্রিশক্তিভির্যো পরিষেব্যমান
তমেব বিদ্যাভগবৎপদার্থম্।।৫৪

লীলাবতার, গুণাবতার, পুরুষাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার

তথা শক্ত্যাবেশাবতার রূপ ছয়টি অবতার লীলায় যিনি নর, দেব, তির্যক্ যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া নানা কল্পে তদুচিত আগমাদি বিধানে সেবিত হন এবং ত্রিশক্তি দ্বারা পরিষেব্যমান তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৫৪

অদৃশ্যদৃশ্যাত্মকভাবদৃশ্যো
চাপূর্ব্বপূর্ব্বাপরপূজ্যপাদঃ।
অধর্ম্মধর্ম্মাশ্রয়মূলকর্ত্তা
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৫৫

যিনি দৃশ্যাদৃশ্যস্বভাবী, বস্তুতঃ ভাবনেত্রেই দৃশ্য, অপূর্ব্ব হইয়াও পূর্ব্বাপরদের পূজ্যচরণ, যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় ও মূল কর্ত্তা তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৫৫

রসাধিরাজো রসিকৈরুপাস্যো
রসার্ণবো রাসকলাবিদগ্ধঃ।
রসাত্মিকাগোপবধূপভর্ত্তা
তমেব বিদ্যাদ্ভগবৎপদার্থম্।।৫৬

যিনি বারটি রসের অধিরাজ, একমাত্র রসিকগণেরই উপাস্যদেবতা ,যিনি রসের সাগর ও রাসকেলি কলায় অতি বিদগ্ধ পণ্ডিত, যিনি রসাত্মিকা গোপবধূদের উপপতি স্বরূপে লীলা পুরুষোত্তম তাহাকেই ভগবদ্বস্তু জানিবেন।।৫৬

ভজনকুটীর-- ১৩।৬।৮৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপালনাটকম্
শ্রীস্বরূপসূত্রম্, শ্রীভগবত্তত্ত্বকৌমুদী
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূলমাত্রম্
শ্রীশ্রমণচরিতামৃত
শ্রীউপদেশামৃত
শ্রীপদ্যাবলি
সাধক-কৃত্যসূচী
শ্রীশ্রীপূর্ব্বরাগামৃতম্
বালশিক্ষা দিগ্দর্শিনি
শ্রীচৈতন্যোপদেশ রত্নমালা
শ্রী শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণম্
শ্রীগৌরভাগবতামৃত-গৌরস্তুতিশতকঞ্চ
শ্রীগুর্ব্বাষ্টকাস্বাদঃ ও শ্রীশিক্ষাষ্টকাস্বাদঃ
শ্রীগৌড়ীয়দর্শনে ভাগবতকথামৃত
শ্রীশ্রীসিদ্ধিক্রমদীপিকা
মন্ত্রার্থ চন্দ্রিকা
সূত্রমালা

---ঃ০ঃ---

মথুরা মসানি পঞ্চবটীস্থিত নবজ্যোতি মুদ্রাযন্ত্রতঃ মুদ্রিত